বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>246 >>04 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪৬ >> << ০৪ঠা, আষাঢ় ১৪৩০>>

ভিসা আবেদন ফি বাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র

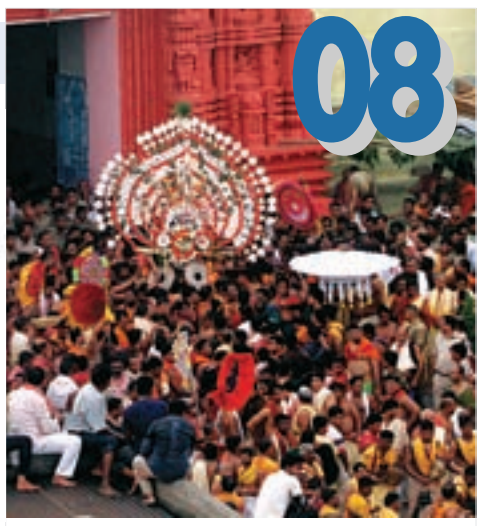

নিউ ইয়র্ক ঃ সুনির্দিষ্ট কিছু অনভিবাসী ভিসা (এনআইভি) আবেদন প্রক্রিয়ার ফি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বর্ধিত এই ফি শনিবার (১৭ জুন) থেকে কার্যকর হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্যবসা বা পর্যটনের জন্য ভ্রমণ ভিসা (বি১বি২) এবং অন্যান্য আবেদনমুক্ত এনআইভি, যেমন স্টুডেন্ট ও এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ভিসার আবেদন ফি ১৬০ ডলার (প্রায় ১৭ হাজার ২৮৭ টাকা) থেকে ১৮৫ ডলার (প্রায় ২০ হাজার টাকা) করা হয়েছে। অস্থায়ী কর্মীদের (H, L, O, P, Q, ও R শ্রেণীর) জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু আবেদনভিত্তিক অনভিবাসী ভিসা আবেদনের ফি ১৯০ থেকে ২০৫ ডলার (২০ হাজার ৫২৯ টাকা থেকে প্রায় ২২ হাজার ১৫০ টাকা) করা হয়েছে। চুক্তির আওতাধীন ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী এবং চুক্তির আবেদনকারীদের জন্য কোনো বিশেষ পেশায় (E শ্রেণী) আবেদনের ফি ২০৫ ডলার থেকে ৩১৫ ডলার (২২ হাজার ১৫০ টাকা থেকে ৩৪ হাজার ৩৫ টাকা) করা হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 63168.80 -216.28
NIFTY : 18755.45 -70.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
37.00 °c	27.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

চীনের 'বিশ্বের কারখানা' পরিচয় টিকে থাকবে?

বেইজিং ঃ চীনকে বলা হয় 'বিশ্বের কারখানা'। কারণ দেশটির বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হয় ছোটবড় নানান পণ্য। এগুলো সারা বিশ্বে রপ্তানি করা হয়। তবে চীনের অন্তত এক তৃতীয়াংশ কারখানা এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে বলে আশঙ্কা করছেন সে দেশের গবেষকেরা।

এর পেছনে দুটি কারণের কথা বলছেন তারা। প্রথমত, নতুন কর্মীর অভাব এবং বর্তমান কর্মীদের বয়স বেড়ে যাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকা চীনা তরুণেরা তাদের পড়াশোনার চেয়ে নিচু স্তরের চাকরি করতে রাজি থাকলেও কারখানায় চাকরি করতে রাজি নয়। তাই নতুন কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং ভারতসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়া। ১৯৭৬ সালে মাও সেতুংয়ের মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যে চীনে অনেক কারখানা গড়ে ওঠে। সেগুলোই চীনের প্রবৃদ্ধির কারণ ছিল। এসব কারখানার মালিকদের বয়স এখন ৫০-এর উপরে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের জানাশোনা কম থাকায় তারা উৎপাদন কাজে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আগ্রহী নন। তবে তাদের মধ্যে যাদের ছেলেমেয়ে প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন তারা এখন বাবামার কারখানায় প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। এই তরুণদের বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্যবসায়ী।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন আট তরুণের সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে চীনের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছে রয়টার্স। ঐ তরুণেরা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, দায়িত্ব নেয়ার পর তারা কোম্পানিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়েছেন।

আট তরুণের মধ্যে একজন ৩০ বছর বয়সি ঝাং জেকিং। তিনি চীনের রুইচাং শহরের একটি ডিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা। তার বাবামা কোম্পানিটির মালিক। তাদের বয়স ৫০-এর উপর হয়ে যাওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোম্পানিতে কাজ করছেন তিনি। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাবামাকে বুঝিয়ে উৎপাদন খাতে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছেন। এতে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫ শতাংশ বেড়েছে বলে দাবি করছেন জেকিং।

'শেনজেন রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ হাইকোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নিউ স্ট্রাকচারের' গবেষণা সহকারী ঝাং ঝিপেং বলছেন, ৪৫ হাজার থেকে প্রায় এক লাখ তরুণ চীনের বেসরকারি মালিকাধীন কারখানাগুলোর প্রায় এক তৃতীয়াংশের দায়িত্ব নেয়ার বিভিন্ন স্তরে আছেন।

সরকারি থিংক ট্যাংক 'সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনোভেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের' ম্যানুফ্যাকচারিং আপগ্রেড বিষয়ের বিশেষজ্ঞ তিয়ান ওয়াইহুয়া বলছেন, উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায়, পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে অল্প পারিশ্রমিকে কর্মী পাওয়া যাওয়ায় চীনের উৎপাদকরা এখন বিপুল প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়েছে। এই অবস্থায় বাবামার ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ও বাইরের অভিজ্ঞতা থাকা নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে তিনি মনে করছেন, শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে টিকে থাকা যাবে না। নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনও করতে হবে বলে মনে করছেন তিয়ান ওয়াইহুয়া।

ভারতে প্রচণ্ড তাপদাহে প্রায় ১০০ জনের মৃত্যু

বাল্লিয়াঃ ভারতের কর্মকর্তারা রবিবার জানান, দেশটির সবচেয়ে জনবহুল ২টি রাজ্যে গত কয়েকদিনে প্রবল তাপদাহে অন্তত ৯৬ জন মারা গেছেন। মৃত্যুর ঘটনাগুলো উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যে ঘটেছে, যেখানে কর্তৃপক্ষ ৬০ বছর বা তার চেয়ে বয়সী মানুষ ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের দিনের বেলায় ঘরের ভেতর থাকার বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। উত্তর প্রদেশে যে ৫৪ জন মানুষ মারা গেছেন, তাদের সবাই বাল্লিয়া জেলার বাসিন্দা। রাজ্যের রাজধানী লখনৌ থেকে এর অবস্থান ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে। কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছে, মৃতদের বেশিরভাগেরই বয়স ৬০ এর বেশি এবং তারা অন্যান্য অসুস্থতায় ভুগছিলেন। অসহনীয় গরমে এসব অসুস্থতার মাত্রা বেড়ে থাকতে পারে। বাল্লিয়ার মেডিকেল কর্মকর্তা এস. কে. যাদব জানান, গত ৩ দিনে গরমের কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৩০০ রোগী জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বাল্লিয়ার সকল স্বাস্থ্যকর্মীর ছুটির আবেদন বাতিল করেছে এবং রোগীর ভিড় মোকাবিলায় জরুরী সেবা ওয়ার্ডে অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করেছে। কর্মকর্তারা জানান, ভর্তি হওয়া রোগীদের বেশিরভাগেরই বয়স ৬০ এর বেশি। তারা উচ্চ মাত্রার জ্বর, বমি, ডায়রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা ও হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন। এ মুহূর্তে প্রচণ্ড তাপদাহর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাল্লিয়া এবং উত্তর প্রদেশের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে। রবিবার এই জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এ সময়ের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে অন্তত ৫ ডিগ্রি বেশি। আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ২৫ শতাংশ, যা তাপের প্রভাবকে আরও তীব্র করে তুলেছে। পূর্বাঞ্চল সহ বিহার রাজ্যের প্রায় পুরো অংশই প্রচণ্ড তাপদাহের শিকার হয়েছে। যার ফলে গত ২ দিনে ৪২ জনের মৃত্যু ঘটেছে। রাজ্যের রাজধানী পাটনার ২টি হাসপাতালে ৩৫ জন মারা গেছেন, যেখানে ডায়রিয়া ও বমির উপসর্গ নিয়ে ২০০র চেয়েও বেশি রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে।

৩৭ জন ছাত্রের হত্যাকারিদের বিরুদ্ধে আরও সৈন্য পাঠাচ্ছে উগান্ডা

উগান্ডা ঃ পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইওওয়েরি মুসেভেনি রবিবার পশ্চিম উগান্ডায় আরও সৈন্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার রাতে ওই এলাকায় ইসলামিক স্টেট গ্রুপের সাথে জড়িত একটি গোষ্ঠীর হামলায় কমপক্ষে ৩৭ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র নিহত হয়। বিদ্রোহী অ্যালাইড ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস-এর (এডিএফ) সদস্যরা শুক্রবার গভীর রাতে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সীমান্তবর্তী এমপন্ডওয়ের লুবিরিরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে ওই ছাত্রদের হত্যা করে। দেশটির সামরিক বাহিনী ও পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীরা ছয় ছাত্রকেও অপহরণ করে সীমান্তের ওপারে বিরুঙ্গা জাতীয় উদ্যানের দিকে পালিয়ে গেছে। তাদের ভাগ্য এখনো অজানা। মুসেভেনি এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা এখন রোয়েনজোরি পর্বতের দক্ষিণে আরও সৈন্য পাঠাচ্ছি। শনিবার, বেসরকারি মালিকানাধীন এনটিভি উগান্ডা টেলিভিশন জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১-এ। তবে রাষ্ট্রচালিত নিউ ভিশন সংবাদপত্র বলেছে যে এই সংখ্যা ৪২ ছিল। নিউ ভিশন জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৩৯ জন ছাত্র এবং পালানোর সময় কয়েকজন হামলাকারী বোমা ফাটালে কয়েকজন নিহত হয়। এই হামলা জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং উন্নয়ন সহযোগী পূর্ব আফ্রিকান আন্তঃসরকার কর্তৃপক্ষসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্যাপক নিন্দা জানিয়েছে। হামলায় হতবাক উগান্ডাবাসীও। এডিএফ মূলত উগান্ডার সামরিক বাহিনীর দ্বারা পরাজিত একটি গোষ্ঠী। কিন্তু অবশিষ্টাংশরা পূর্ব কঙ্গোর বিস্তীর্ণ জঙ্গলে পালিয়ে যায়, যেখান থেকে তারা তাদের বিদ্রোহ বজায় রেখে কঙ্গো এবং উগান্ডায় বেসামরিক এবং সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগে, এপ্রিলে, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলের একটি গ্রামে এডিএফ হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ২০ জনকে হত্যা করে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

থাইল্যান্ডে মিয়ানমার সংক্রান্ত বৈঠক বর্জন করলো গুরুত্বপূর্ণ আসিয়ান সদস্যরা

থাইল্যান্ড ঃ রবিবার থাইল্যান্ডের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আয়োজিত এক অনানুষ্ঠানিক আঞ্চলিক শান্তি আলোচনায় মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশ নিয়েছেন। আসিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশগুলো ব্যাপকভাবে সমালোচিত এই আলোচনা বর্জন করেছে। শুধু কম্বোডিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চি'র নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক বাহিনী সু চিকে কারাগারে পাঠায়। আসিয়ানের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সাবেক সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে না পারায় মিয়ানমারের জেনারেলদের প্রায় ২ বছর ধরে আসিয়ানের শীর্ষ পর্যায়ের কোনো বৈঠকে অংশ নিতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, যিনি নিজেই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তিনি মিয়ানমারের জান্তার নিয়োগ দেওয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী থান সোয়েকে ১০ সদস্যের আসিয়ান ব্লকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আলোচনায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। এ বৈঠক সম্পর্কে জানেন, এরকম ২ জন সূত্র রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন। রবিবার মিয়ানমারের জান্তার মুখপাত্রের সঙ্গে এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হলেও তিনি সাড়া দেননি। থাইল্যান্ডের এই উদ্যোগের সমালোচনাকারীরা জানান, এতে মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে বৈধতা দেওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এটি অনভিপ্রেত, কারণ এটি ফাইভ পয়েন্ট কনসেনসাস নামে পরিচিত আসিয়ানের আনুষ্ঠানিক শান্তি উদ্যোগের আওতার বাইরে। কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক সোখোন এই বৈঠকে অংশ নেবার কথা ছিল, শুক্রবার এক সরকারি বার্তায় এ তথ্য জানা গেছে। আসিয়ানের অন্যান্য সদস্যরা থাইল্যান্ডের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে, যার মধ্যে এ বছরের চেয়ার ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুরও অন্তর্ভুক্ত। সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান শুক্রবার জানান, জান্তার সঙ্গে সম্মেলন পর্যায়ে, বা এমন কী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়েও আবারও আলোচনা শুরু করার মতো পরিস্থিতি এখনো আসেনি। মিয়ানমারে সু চি'র প্রশাসনের প্রতি অনুগতদের নিয়ে গঠিত বিরোধী পক্ষ ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট থাইল্যান্ডের এই উদ্যোগের প্রতি নিন্দা জানিয়েছে। শনিবার এক বিবৃতিতে তারা জানায়, অবৈধ জান্তাকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানালে তা মিয়ানমারের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে কোনো অবদান রাখবে না।

ভূমিকম্প গোটা বিশ্বে দুইশো কোটিরও বেশি মানুষ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বাস করেন

ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলাতে চাই সঠিক মানসিকতা

কলকাতা ঃ বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনবহুল এলাকায় ভূমিকম্পের ফলে প্রাণহানী ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বেড়ে চলেছে। এমন বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলানোর একাধিক প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও খরচের ভয়ে মানুষ পিছিয়ে আসে।

গোটা বিশ্বে দুইশো কোটিরও বেশি মানুষ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বাস করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন কীভাবে নির্মাণ করা সম্ভব? একটি মৌলিক নিয়ম হলো, যেখানে ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে যে কোনো ভবনের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তুলনায় তিন গুণের বেশি এবং উচ্চতা প্রস্থের চার গুণের বেশি হলে চলবে না। ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে জাপান ও চিলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। নিরাপদ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন উপাদান উপযুক্ত?

কাঠ ও বাঁশ ভূমিকম্প প্রতিরোধী হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর। তাছাড়া কাঠের মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম এবং স্থানীয় পর্যায়ে সহজে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ভূমিকম্প ঘটলে ইট ও মাটির ভবন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। তাছাড়া ইট অত্যন্ত ভারি হওয়ায় ভূমিকম্পের সময়ে মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বাংলাদেশে নির্মাণ প্রকল্প দেখিয়ে দিয়েছে, যে মাটি দিয়েও ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন তৈরি করা সম্ভব। তবে পাট দিয়ে সেই মাটি আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কংক্রিটের ভবন যাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে না পড়ে. নতুন প্রযুক্তি তা সম্ভব করে তুলছে। যেমনটা সম্প্রতি তুরস্কে দেখা গেছে।

বর্তমানে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ছাদের উপর 'স্লাইডিং ওয়েট', অর্থাৎ ভাসমান ওজন রাখা হচ্ছে। কোনো ভবন স্থিতিশীল রাখতে কোন শক্তি প্রয়োগ করা উচিত, এক অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে দেওয়ালের সেন্সর তা সর্বদা মেপে চলেছে। এই যন্ত্র ভবনের কম্পনের বিপরীত গতিতে কাজ করে আবার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। এভাবে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক কমানো ও ভবন ধসে পড়ার আশঙ্কা দূর করা যায়। সেই প্রযুক্তির পেছনে রয়েছে আইসাক কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আরব্যার্তো বুসিনি বলেন, ''এমন ধরনের প্রযুক্তির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা যোগ করার আইডিয়া এসেছিল। এই যন্ত্র যাতে বুঝতে পারে, কোথায় সেটি বসানো আছে এবং সেই অনুযায়ী নতুন কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে মস্তিষ্ক বসানোর প্রয়োজন দেখা দেখা দিয়েছিল। ভূমিকম্পের সময় কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জরুরি।''

বহুতল অট্টালিকায় যেমন কয়েকশো টন ওজনের ভারি ভাসমান পেন্ডুলাম যে কাজ করে, এ ক্ষেত্রেও তেমন ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। বুসিনি বলেন, ''সেন্সর থাকায় সব সময় কাঠামোর উপর নজর রাখা যায়। এমনকি ভূমিকম্পের পরেও বলা যায় যে ভবনের অবস্থা ভালো আছে। ভূমিকম্পের পর ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে বুঝতে হবে, সেটি সব টানপড়েন সামলে নিয়েছে, ভেতরের মানুষ ভালো আছে। সেটাই জরুরি বিষয়। কিন্তু এর অর্থ, ভূমিকম্পের পর ভবনের যে ক্ষতি হতে পারে, সেটা মেনে নিতে হবে। সেটা একটা সমস্যা বটে, কারণ সেই ব্যয় মালিক বা প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে পড়বে। সেটা এড়াতেই আমাদের প্রযুক্তি আসরে নামছে।''

বহুতল ভবনগুলি সাধারণত নমনীয় ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে তৈরি করা হয়। অর্থাৎ ভূমিকম্প হলে কম্পনের তরঙ্গ অনুযায়ী সেগুলি দুলবে, ভেঙে যাবে না। বড় ভবনের নীচে সুড়ঙ্গ এবং 'সিজমিক শক অ্যাবসর্বার' রাখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভূকম্পনের তরঙ্গের উপর ভবন 'সার্ফ' করবে এবং হালকাভাবে দুলবে।

এত কিছু জানা সত্ত্বেও মানুষ ও সরকার ভূমিকম্পপ্রতিরোধী ভবন নির্মাণের ব্যয় শুনে পিছিয়ে আসে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমানো গেলেও ঠিক সময়ে সেই পদক্ষেপ নেবার মানসিকতা নেই।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

মনোনয়ন শুরু হলেও চাঁচলে জোটে জট অব্যাহত

মালদা ঃ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট।শুরু হয়ে গিয়েছে মনোনয়ন দাখিলের কাজ। কিন্তু এখনো প্রশ্নের মুখে জোটের ভবিষ্যৎ।ধোয়শায় কংগ্রেস ও বাম কর্মীরা। স্পষ্ট বার্তা শোনা গেল না নেতৃত্বের গলায়।পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই নাকি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে জোট তৈরি হয়েছে একাধিক জল্পনা।জল্পনা কাটাতে শীর্ষ নেতৃত্বের কোর্টেই বল ঠেলে দিল ব্লক কংগ্রেস ও বাম নেতৃত্ব।ধন্দে রয়েছে দুই দলের কর্মীরা।প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে বাম কংগ্রেস জোটের যাত্রা সূচনা হয়।তবে রাজ্য স্তরে জোট হলেও কংগ্রেসের গড় মালদাতে জোট নিতে একাধিকবার ক্ষোভ দেখা গিয়েছে দুই দলের অন্দরেই।তবে সাম্প্রতিক সাগরদিঘি মডেলকে অনুসরণ করে জোটের পক্ষে সায় দিয়েছিল বাম ও কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব।কিন্তু এবছর পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে আসন সমঝোতা হয়নি দুই দলের মধ্যে।এদিকে বেজে গিয়েছে পঞ্চায়েত ভোটের দামামা।স্বাভাবিক ভাবেই মালদার চাঁচল ১ নং ব্লক এলাকায় দুই দলের কর্মীদের মধ্যেই জোট নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।তবে ব্লক নেতৃত্ব জানিয়েছে,এখনো পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কয়েকটি এলাকায় অঞ্চল নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে মান্যতা নিয়ে জোট হচ্ছে।যার মধ্যে অলিহোন্ডা অঞ্চল সবকটি বুথেই জোট হচ্ছে বাম কংগ্রেস।বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তারা।সেক্ষেত্রে ওই অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতির তিনটি আসনে সমঝোতা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।কিন্তু এই মুহূর্তে সবথেকে বড়ো প্রশ্ন?একটি অঞ্চলে জোট হলেও অন্যান্য অঞ্চল গুলিতে কোন পথে লড়বে দুই দলের কর্মীরা।জেলাপরিষদের ক্ষেত্রে কি নীতি থাকবে তাদের?যদিও সমগ্র বিষয়টি জেলা নেতৃত্বের বিবেচনাধীন বলে জানিয়েছে দুই দলই।রাজনৈতিক ওয়াকিবহল মহলের মতে জোট নিয়ে ধোয়াশা দুই দলের কর্মীদেরই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে।শীর্ষ নেতৃত্ব জোটের ভবিষ্যত নিয়ে স্পষ্ট বার্তা না দিলে প্রস্তুতিতে খামতি থেকে যাবে বাম এবং কংগ্রেস উভয়পক্ষেরই

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি

শিলিগুড়ি ঃ পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ নিয়ে সমস্যার কথা তুলে ধরেন বেশ কয়েকজন।

গত দুই বছর ধরে এটি হাজার হাজার পাখির নিরাপদ আশ্রয়স্থল আশারা সেবা ট্রাস্ট

শিলিগুড়ি ঃ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে আশা সেবা ট্রাস্ট। শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার চৌরঙ্গী মোড়ে অবস্থিত আশা সেবা ট্রাস্টে পাখিদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত দুই বছর ধরে এটি হাজার হাজার পাখির নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে এই ট্রাস্ট এই উদ্যোগ শুরু করেছে। এর আওতায় ভবনের দেয়ালে বাসা তৈরি করা হয়েছে।পাশাপাশি লোহার ফ্রেমে ছোট মাটির হাঁড়ি বসিয়ে পাখিদের জন্য বাসা তৈরি করা হয়েছে। এই বাসাগুলি গরম গ্রীষ্মেও শীতলতা প্রদান করে। তাদের তৃষ্ণা মেটাতে মাটির ছোট পাত্রে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে প্রায় ১৫টি প্রজাতির পাখি রয়েছে। সকালে এবং সন্ধ্যায় তাদের খাওয়ানো হয়। পাখির কিচিরমিচির শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। বাইরে থেকে আগত কর্মীদের জন্য আবাসনের সুবিধাও রয়েছে। এখানে প্রায় ৫০০ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবাও দেওয়া হয়। বাইরে থেকে যারা কাজের সন্ধানে আসেন তাদের জন্য রয়েছে আবাসনের ব্যবস্থা। সংগঠনের চেয়ারম্যান সুভাষ কুন্তর, সেক্রেটারি কৈলাস নক্কিপুরিয়া,ভাইস চেয়ারম্যান সম্পতনাল সঞ্চান্তি সহ মোট ৩১ জন ট্রাস্ট সদস্য এই সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক পরিবেশে পাখি ও মানুষের মধ্যে সুন্দর সম্প্রীতি রয়েছে।

সাত সকালে মরদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের বেলাকোবা জম পুকুর পাড়ে

জলপাইগুড়ি ঃ সাত সকালে মরদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের বেলাকোবা জম পুকুর পাড়ে। মৃত ব্যক্তির নাম মানিক দাস (২৮) বেলাকোবা স্টেশন কলোনির দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা। জানা যায় তিনি মাছের দোকানে কাজ করতেন শারীরিক অসুস্থতা ছিল তার। প্রতিদিন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে সকালে পুকুর বাড়ি যান। আজ সকালেও তিনি পুকুর পারে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিলান। বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকে দেখতে পায় দিঘির পারে বাঁশতলার নিচে অচেতন হয়ে শুয়ে রয়েছে সে, ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার লোকের ভিড় পড়ে যায় সেখানে খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশকে। এরপর পুলিশ মনাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নিয়ে যায়।

সরকারি জমি দখলমুক্ত অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ সরকারি জমি দখলমুক্ত অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। শনিবার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৪ কাটা জমি দখল মুক্ত করা হয়। ভেঙে দেওয়া হয় টিনের বাড়ি ও দোকান ঘর।দখলকারীদের অভিযোগ আগাম নোটিশ ছাড়াই পুরনিগমের অভিযান চলছিল। এদিন পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতিতে ও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতায় দখলমুক্ত করা হয় সরকারি জমি। কোনভাবেই সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মান চলবে না এমনটাই জানান মেয়র গৌতম দেব।অন্যদিকে কোন নোটিশ ছাড়াই ঘর ও দোকান ভেঙে দেওয়া হল বলে অভিযোগ করেন অবৈধ নির্মানকারীরা।

রক্তের সংকেট মেটাতে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি – রক্তের সংকট মেটাতে শিলিগুড়িতে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল লায়েন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রেটার ইউথ ও হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি।শনিবার হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জানা গিয়েছে এতে সহযোগিতা করেছে শিলিগুড়ি তেরাই লায়েন্স ব্লাড ব্যাংক। শহরে যেভাবে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে তা মেটাতে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানায় আয়োজক সংস্থা। শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি তেরাই লায়েন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

সাত সকালে ভয়ঙ্কর দৃশ্য ময়নাগুড়িতে

জলপাইগুড়ি – সাত সকালে ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী রইলো জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি। দাড়িয়ে থেকে ভিডিও করলেন মানুষ। জানা যায়। শনিবার সাত সকালে ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছুরি জাতীয় টিনের টুকরা দিয়ে নিজের গলা কাটার চেষ্টা করে। অনেকটা অংশ কেটেও ফেলেন তিনি। রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। এদিকে ওই অবস্থায় ছুরি ও রক্তাক্ত অবস্থায় ঢুলতে ঢুলতে হাঁটতে থাকেন। কিন্তু কেন এই ঘটনা। কেনই বা সেই ব্যক্তি নিজের শ্বাস নালি কাটার চেষ্টা করলেন তা এখনো জানা যায়নি। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে ছুরি সহ ওই ব্যক্তিতে উদ্ধার করে গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠালে তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে কোচবিহার ল্যন্ডডাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো অল পার্টি মিটিং

কোচবিহার ঃ সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে কোচবিহার ল্যন্ডডাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো অল পার্টি মিটিং। অল পার্টি মিটিংয়ে বামফ্রন্ট এবং বিজেপির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে বিরোধীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় রাজ্য পুলিশ দিয়ে কখনোই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়। বিজেপি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বদের অভিযোগ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জায়গায় বিরোধী দলের প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। একদিকে নিরাপত্তা বিষয় আলোচনার পাশাপাশি নির্বাচনের ডেট পিছিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়। তবে রাজ্য পুলিশ দিয়ে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে দাবি করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় নির্ভীয় ও শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিজেপির প্রার্থীরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অশান্তি হলেও উত্তর দিনাজপুর জেলায় নির্ভীয় ও শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিজেপির প্রার্থীরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকে এসে বিজেপির প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিচ্ছে।মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য কোনো রকম সমস্যা নেই বলে দাবি করেন বিজেপির নেতৃত্বরা। আজ প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে বলে বিজেপির নেতৃত্বরা জানিয়েছেন। অন্যদিকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে এসে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ব্লক চত্বর জুড়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চয় ছাড়ায় এলাকায়

শিলিগুড়ি ঃ গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চয় ছাড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির উত্তর সমর নগর বউবাজার সংলগ্ন শিমুলগুড়ি এলাকায়। জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বাঁধে এরপর ওই রাতেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় গৃহবধুর। মৃত গৃহবধূর নাম শিউলি চৌধুরী। গৃহবধূর স্বামীর নাম নারায়ণ রায়।অভিযোগ, গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ তার স্বামী ওই গৃহবধূকে হত্যা করেছে। এবং গৃহবধূ স্বামীর কঠোর শাস্তি দাবী জানিয়েছে গৃহবধুর পরিবার। সম্পূর্ণ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পরিবার সূত্রে খবর, নারায়ণ রায়ের সাথে শিউলি দেবীর ২০১৮ সালে বিয়ে হয়। এরপর তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। অভিযোগ যে বিয়ের পর থেকে নারায়ণ শিউলির ওপর অত্যাচার চালাত।গৃহবধুর বাবা বলেন, যেই ঘরে শিউলি থাকতো সেই ঘরে ফাঁসি দেওয়ার মতো কোন জায়গা নেই। জামাই মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

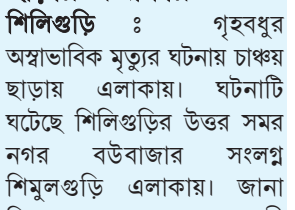

হুমকির প্রতিবাদে পথ অবরোধ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ মনোনয়নপত্র তোলার জন্য বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রায়পুর সুপুর অঞ্চলের সিপিএম প্রার্থীদের বোমা বন্দুক নিয়ে হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা । মনোনয়নপত্র না প্রত্যাহার করলে গুলি করে মারা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে । তার প্রতিবাদে প্রার্থীদের নিরাপত্তার দাবিতে মির্জাপুর গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের সামনে রবিবার সাড়ে তিনটে থেকে বোলপুর দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা । টায়ার জ্বালিয়ে চলে অবরোধ । সাতেরো জুন নানুর ও বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের অন্তর্গত কিছু গ্রামপঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতসমিতি আসনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেয় বিজেপি,সিপিএম, কংগ্রেস প্রার্থীরা । শারীরিক অসুস্থতা,পারিবারিক অসুবিধা কারন হিসাবে বললেও শাসকদলের হুমকির জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য সেকথা বলাই যায় ।

বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার হুমকি পথ অবরোধ বিক্ষোভ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) হাঁসন বিধানসভাকেন্দ্রের সাহাপুর ও বুধিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতে বিজেপি প্রার্থীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে তৃণমূলের হুমকি প্রতিবাদে সোমবার উনিশে জুন তারাপীঠে থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি প্রার্থী কর্মীসমর্থকরা । সাঁইথিয়া ব্লকের আমোদপুর গ্রামপঞ্চায়েতের একচল্লিশ নং বুথের বিজেপি প্রার্থী বন্দনা বাগ্দীকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য বিভিন্নরকমের হুমকি দেওয়া হয় । বিজেপিকর্মীরা খবর পাওয়া মাত্রই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । বন্দনা বাগদী বলেন, তৃনমূল নেতা বড়ো সাংড়া গ্রামের চিরঞ্জিত ওরফে বাবন মন্ডল এবং ছোটো সাংড়া গ্রামের বাবলু মাল হুমকি দিচ্ছে । গ্রামপঞ্চায়েতের ভিতরে ঢুকিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য জোর করা হয় । আমোদপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের কাছে নিয়ে গিয়ে কি কি পাই নি সেগুলো বলতে বলে । আমি বলি এর আগে হাতে পায়ে ধরা সত্ত্বেও রাজীব ভট্টাচার্য্য আমার সমাধান করে নি । আমি কোনোরকমে পালিয়ে বাস ধরে বাড়ী এসে বিজেপি নেতাদের ঘটনার কথা জানায় । আমি মনোনয়ন তুলবো না বলে দিয়েছি । সোমবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃনমূলের সাতাশজন আমাদের প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে । তাদের নামের তালিকা প্রশাসনকে দেবো । পুলিশ প্রশাসনের কিছু সৎ অফিসার আছেন এখনোও । দেড়শো বিজেপি প্রার্থী পরিবার নিয়ে জেলা কার্যালয়ে এসে উঠেছে ।

আপার বাগডোগরার লালা বস্তি এলাকায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী ১ ছাত্রী

শিলিগুড়ি ঃ আপার বাগডোগরা এলাকায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ওই এলাকায়। মৃত ওই ছাত্রীর নাম কোমল চৌধুরী। সে নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে তার পরিবারের সদস্যরা তাকে দুপুরের খাওয়ার খেতে ডাকে। দীর্ঘক্ষণ সাড়া না পাওয়ায় ঘরে গিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। তৎক্ষণাৎ তাকে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে বাগডোগরা থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

দুধিয়া এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ লংভিউ এলাকার বাসিন্দাদের

শিলিগুড়ি ঃ দুধিয়া এলাকার একটি হোটেল বন্ধ করার দাবি তুলে এবং বাইক দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে দুধিয়া এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো লংভিউ এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে কার্শিয়াং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। গত ৬ ই জুন রাত ১২ টা নাগাদ একটি বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় তিন যুবক । যার মধ্যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক সে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। জানা গিয়েছে আহত এবং নিহত সকলেই লংভিউ এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে এবং দুধিয়া এলাকার একটি হোটেলে অবৈধভাবে মদ বিক্রি করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে ওই হোটেল বন্ধ করার দাবি জানিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো লং ভিউ এলাকার বাসিন্দারা। এদিন ওই পথ অবরোধ হওয়ায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় কার্শিয়াং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রূপোর গয়না নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল

শিলিগুড়ি ঃ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রূপোর গয়না নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম ২ নং অঞ্চলের পূর্ব হাতিয়া ডাঙ্গা এলাকায় শুক্রবার রাতে চুরির ঘটনায় শোরগোল পড়েছে এলাকাজুড়ে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আশিঘর ফাঁড়ি থেকে কিছু টা দুরত্বে এমন ঘটনা ঘটায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় জুরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে সুনিল পাসওয়ান প্রত্যেক দিনকার মতন আজ সকালে ও সে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে জান। এরপর রাতে বাড়ি তে ফিরে এসে দরজা খুলে ঘরে ভেতরে প্রবেশ করলে হতভাগ হয়ে জান। দেখেন ঘরের যাবতীয় জিনিস লন্ডভন্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এবং আলমারির ভেতরে যে গয়না এবং টাকা রাখা ছিল তা গায়েব। এই দেখে সুনীল পাসওয়ান চিৎকার চেঁচা মেচি করলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন তাদের বাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দেখতে পান যে ঘরের দুই সাইডে ভেন্টিলেটর ভাঙ্গা। তবে,হতভাগ বিষয় যে বিছানায় একটি মানিব্যাগ পরে রয়েছে এবং তার ভেতরে একটি আধার কার্ড বাংলাদেশের টাকা এবং বেশ কিছু দরকারী কাগজ পত্র রয়েছে মানিব্যাগে। এদিকে খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আশিঘর ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেন। এদিকে সুনীল পাসওয়ান তিনি আরো বলেন তার স্ত্রী বাচ্চা কে সঙ্গে নিয়ে বাহারে বিয়ে খেতে গিয়ে।সে বাড়িতে একা থাকতেন প্রত্যেকদিনকার মতন আজ সকালে তিনি কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে চলে যান। রাতে বাড়িতে ফিরে চুরির ঘটনা দেখতে পান ।এই দেখে সুনীল পাসওয়ান চিৎকার চেঁচা মিচি করলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন তাদের বাড়িতে।দেখেন ঘরের যাবতীয় জিনিস লন্ডভন্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।এবং আলমারির ভেতরে যে গয়না এবং টাকা রাখা ছিল তা গায়েব। সুনীল পাসওয়ান তিনি আরো বলেন তার ঘর ও ভাইয়ের ঘরে চুরি হয়েছে। দুই ঘরে সোনার গয়না, রূপো, এবং নগদ ৭০-৭৫ হাজার টাকা ছিল তা সব দুস্কৃতী রা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এমন চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকায় বাসিন্দারা। এই চুরির ঘটনায় বাড়ির মালিক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটনের আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মুদ্রানীতি কি মূল্যস্ফীতি কমাতে পারবে?

ঢাকা ঃ এবারের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা। আর এই কারণে ব্যাংক সুদের হারের ওপর থেকে ক্যাপ (সীমা) তুলে দেয়া হয়েছে। আর ডলারের দামও বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে।

তবে অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংক বিশ্লেষকেরা মনে করেন এতে মূল্যস্ফীতির ওপর তেমন কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়বেনা। কিন্তু সুদের হার বাড়লে তাতে ছোট ঋণ গ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যারা বড় আকারে ঋণ নেন তাদের কোনো সমস্যা হবেনা। এটা নিয়ে মুদ্রা ব্যবস্থার সার্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবেনা।

এই মুদ্রানীতি ছয় মাসের জন্য। রোববারে ঘোষণা করা মুদ্রানীতি জুলাই থেকে কার্যকর হবে। আগামী মাস থেকে ৯ শতাংশ সুদহারের সীমা তুলে দিয়ে নতুন পদ্ধতি চালু হবে। তাতে সুদের হার ১০-১১ শতাংশ হওয়ার কথা। আর আমানতের সুদের হার শতকরা সাত টাকা থেকে বেড়ে ৮-৯ শতাংশ হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার নতুন সুদের হার নির্ধারণের পদ্ধতিকে 'শর্ট টার্ম মুভিং অ্যাভারেজ রেট' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুদের হার নির্ধারণ করা হবে ১৮২ দিন মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের ছয় মাসের গড় সুদের সঙ্গে সর্বোচ্চ তিন শতাংশ যোগ করে। আর সিএমএসএমই (কটেজ, মাইক্রো, স্মল, মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) এবং ভোক্তা ঋণের ক্ষেত্রে যোগ করতে পারবে চার শতাংশ। বর্তমানে ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের গড় সুদহার সাত শতাংশের নিচে। ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ট্রেজারি বিলের গড় সুদের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ যোগ করতে পারবে।

বাজেটে (২০২৩-২৪) সরকার মূল্যস্ফীতি ছয় শতাংশ এবং সাড়ে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবার প্রবৃদ্ধির চেয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বেশি জোর দিয়েছে। গত মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ১৪.১০ শতাংশ ঋণ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়। আর আগামী ডিসেম্বরে বেসরকারি খাতে ঋণ ১০.৯ শতাংশ এবং অর্থবছর শেষে ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য দেয়া হয়েছে। সরকারি খাতে ডিসেম্বরে ৪৩ শতাংশ এবং আগামী জুনে ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা আগামী ডিসেম্বরে সাড়ে ৯ এবং জুনে ১০ শতাংশ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

মে মাসে সরকারি হিসেবে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিলো ৯.৯৪ শতাংশ। যা গত ১১ বছরে সর্বোচ্চ। সিরডাপের পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, ''চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকলে অথবা সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেড়ে গেলে মূল্যস্ফীতি হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখন যে মূল্যস্ফীতি তা সেই নিয়ম মেনে হয়নি। ডলার সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানি পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় এটা হয়েছে। আর দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কমলেও তার প্রভাব এখানে পড়ে না। চাহিদা বাড়ার কারণে দাম বাড়লে টাকা সরবরাহ কমিয়ে দিলে দাম কমে। কিন্তু এখানে চাহিদা যে বেড়ে গেছে তা কিন্তু নয়।'' তার কথা, ''সুদের হার বাড়লে টাকার সরবরাহ কমে। এখন সেটা যদি ব্যাপক ভাবে করা হয় আর সরকার যদি ব্যাংক খাত থেকে ধার করে তাহলে ব্যক্তি খাত টাকা পাবে কোথায়? তাই বাস্তবে এই চিন্তা কোনো কার্যকর ফল বয়ে আনে না।'' তিনি মনে করেন, ''এভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন। মূল্যস্ফীতির পিছনে অনেক কারণ আছে। এটা রাতারাতি কিছু করা সম্ভব নয়। সুদ বাড়িয়ে সেটা করতে হলে আর সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। সেটা করলে আবার প্রবৃদ্ধি নিয়ে সমস্যা হবে।'' ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমাদের অর্থনীতি অনেক দিন ধরেই ভুল নীতির ওপর চলছে। এখন ডলারের তিন ধরনের রেট আছে। এটা বাজারের হাতে ছেড়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে তা নয়। আমাদের তো ডলার ক্রাইসিস আছে। সেটা আগে সামাল দেয়ার পথ বের করতে হবে।'' তিনি বলেন, ''সরকারের ওপর তো আরো চাপ বাড়বে। ২০১৫ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত আমরা ৫৫ বিলিয়ন ডলার বিদেশ থেকে ঋণ নিয়েছি। এর ভিতরে ১৭-১৮ বিলিয়ন ডলার আছে শর্ট টার্ম লোন। এক সময় তো ভালো লেগেছে। আমাদের রিজার্ভ বেড়েছে। এখন তো ফেরত দিতে হবে। এখন কী হবে?''

আর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ''আইএমএফ বলেছে তাই বাংলাদেশ বলল সুদের সীমা তুলে দিলাম। কিন্তু এটা তো আর বাস্তবে বাজার ভিত্তিক হয় নাই। উন্নত বিশ্বে সুদের হার দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে তো সেরকম নয়। এখানে সুদের হারের সাথে মূল্যস্ফীতি তেমন রেসপন্স করেনা। হয়তো সামান্য প্রভাব পড়তে পারে।''

তার কথা, ''বাংলাদেশের ৬০ ভাগ মানুষ তো ব্যাংক ঋণের মধ্যে নাই। ৪০ ভাগ লোক আছে আর মধ্যে বড় একটি অংশ মাইক্রো ফাইনান্স নেয়। এই সুদের হার বাড়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা বড় আকারের ঋণ নেয় তারা লাভবান হবে। কারণ তারা ব্যাংকে সঙ্গে কথা বলে কমেও ঋণ নিতে পারবে।''

তিনি বলেন, ''ব্যক্তি খাতে ঋণ কমিয়ে দেবে। সেটা হলে কর্মসংস্থান কীভাবে হবে। বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতেই কর্মসংস্থান বেশি হয়। সরকার ঋণ নিয়ে কী করবে? বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এসএমই খাতে ঋণ দরকার। সেখানে কমে গেলেও অনেক উদ্যোক্তা কমে যাবে।''

তিনি মনে করেন, ''ডলার ও রিজার্ভ সংকট কাটাতে হলে রেমিটেন্স আরো সহজ করতে হবে, রপ্তানি বাড়ানোর উপায় খুঁজতে হবে। এফডিআই বাড়াতে হবে। ঋণ প্রবাহ বাড়াতে হবে। ডলার রেট বাজারের হাতে ছেড়ে দিলেই সমাধান হয়ে যাবেনা।'' তার অভিমত, ''এখন যা করা হচ্ছে তা আইএমএফের প্রেসক্রিপশন। তাদের ওই একই কথা, বলে সুদের হার বাড়াও, ডলার বাজারের ওপর ছেড়ে দাও। এই প্রেসক্রিপশন দিয়ে তো সব হবে না।''

আইএমএফের প্রেকক্রিপশনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর রোববার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''বাংলাদেশ আইএমএফের সদস্য। সদস্য দেশকে তারা বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। আমরা কখনো মানি, কখনো মানি না। বর্তমানে বিদেশি ঋণের সুদহার আট থেকে ৯ শতাংশ। আইএমএফ দুই শতাংশের কম সুদে ঋণ দিচ্ছে। সস্তা ঋণ নিতে হলে তো কিছু কথা শুনতে হয়।''

রেকর্ড সংখ্যক ফাঁসি দেয়া জল্লাদের মুক্তি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ফাঁসি দেয়ার রেকর্ডধারী জল্লাদ শাহজাহান নামে পরিচিত শাহজাহান ভুঁইয়া অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন। রোববার ১৮ই জুন বেলা পৌনে ১২টার দিকে ৩২ বছর কারাভোগ শেষে মুক্তি পান তিনি। কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েদী শাখার ইনচার্জ তানজিল হোসেন এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন কারাগারে জল্লাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের আলোচিত ২৬ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রায় কার্যকর করেছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ছয় আসামী বজলুল হুদা, মুহিউদ্দিন, সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মহিউদ্দিন আহমেদ, আবদুল মাজেদ। যুদ্ধাপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ছয় জন বিরোধীদলীয় নেতা - আব্দুল কাদের মোল্লা, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী, মীর কাসেম আলীর ফাঁসি তার হাতেই ঘটে। আলোচিত সন্ত্রাসী এরশাদ শিকদার, জঙ্গি নেতা বাংলাভাই, আতাউর রহমান সানী, শারমীন রীমা হত্যার আসামি মনির, ডেইজি হত্যা মামলার আসামি হাসানের মৃত্যুদণ্ডও তিনিই কার্যকর করেছেন। কারা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, নানা অপরাধের অভিযোগে শাহজাহান ভূইঁয়া ১৯৯১ সালে গ্রেফতার হন। শুরুতে তাকে মানিকগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। মানিকগঞ্জে দু'টি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় শাহজাহান ভুঁইয়া মোট ৪২ বছরের সাজা পেয়েছিলেন। এরমধ্যে অস্ত্র মামলায় ১২ বছর এবং ডাকাতি ও হত্যা মামলায় ৩০ বছর কারাদণ্ড পান তিনি। তবে কারাগারে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করায় সাধারণ রেয়াত এবং মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ফাঁসির রায় কার্যকর করায় বিশেষ রেয়াত মিলিয়ে মোট ১০ বছর ৫ মাস ২৮ দিনের মতো সাজা মওকুফ পেয়েছেন তিনি।

সে হিসেবে তিনি দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দিজীবন কাটিয়েছেন ৩১ বছর ছয় মাস দুইদিনের মতো।

কেননা জেলকোড অনুযায়ী, একজন জল্লাদ একটি ফাঁসি কার্যকর করলে সর্বোচ্চ দুই মাস সাজা রেয়াত পান। তবে এক বছরে সর্বোচ্চ দুই মাস রেয়াত পাওয়া যায়। এছাড়া কোন আসামী তার মোট সাজার চার ভাগের এক ভাগের বেশি সাজা কমাতে পারেন না। সে হিসেবে শাহজাহান খান এক বছরে তিনটি ফাঁসি কার্যকর করলেও তিনি ওই বছর সর্বোচ্চ দুই মাস রেয়াতই পেয়েছেন। কারা সূত্র বলছে, জেলখানায় তিনি ফাঁসির আসামি হিসেবে নয় বরং সবার কাছে পরিচিত ছিলেন 'জল্লাদ শাহজাহান' হিসেবে এবং মুক্তির আগের দিন পর্যন্ত তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান জল্লাদ ছিলেন। কারাগারে কয়েদীদের জল্লাদের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন তিনি। নিজের সাজার মেয়াদ কমাতেই তিনি কয়েদি থেকে জল্লাদ বনে যান। বাংলাদেশের প্রায় সব কারাগারে তিনি প্রধান জল্লাদ হয়েছেন বলে জানা যায়। কারামুক্তির পর তিনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানান, তাকে যেন জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তিনি বলেন, আমার বাড়ি নাই, ঘর নাই, কিছুই নাই, আমি যে যাচ্ছি আমার নিজের বাড়িতেও যাচ্ছি না, আরেক জনের বাড়িতে উঠেছি। আমার বয়স এখন ৭৪ বছর। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন যেন আমাকে চলার মতো কিছু করে দেয়া হয়। ফাঁসি কার্যকরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটা ফাঁসিতে একটা আবেগ থাকে। কারণ মানুষ যতোই অপরাধ করুক না কেন যখন মৃত্যুর মুখে পতিত হয়, তখন সবার একটু না একটু মায়া লাগে। কিন্তু সেই মায়া আমার লাগলেও আদালত তো করবে না। তার বিরুদ্ধে আনা দুই মামলায় মি. ভুঁইয়াকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস করে মোট এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মি. ভুঁইয়ার পরিবার অসচ্ছল হওয়ায় আবেদনের প্রেক্ষিতে কারা কর্তৃপক্ষ সেই জরিমানার অর্থ পরিশোধ করে দেয়। কারাগারের রেকর্ড অনুযায়ী, শাহজাহান ভুঁইয়া ১৯৫০ সালের ২৬শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নরসিংদীর পলাশ উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের ইছাখালী গ্রামের বাসিন্দা।

জিলহজের চাঁদ দেখা গেছে, ২৯ জুন ঈদ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের আকাশে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সেই হিসাবে আগামী ২৯ জুন দেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক থেকে এ সিদ্ধান্ত এসেছে। জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্য ও প্রতিবেদনের মূল্যায়নের পরে এ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে হিজরি জিলহজ মাস শুরু হয়। এই মাসে পবিত্র হজ পালন করা হয়। আর ১০ তারিখে উদযাপিত হয় ঈদুল আজহা। এর আগে রোববার সৌদি আরবে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ায় ২৮ জুন সে দেশে ঈদুল আজহা পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে জিলহজ মাসের ১০ তারিখ ঈদুল আজহা পালিত হয়। এবার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রুনেইতেও ২৯ জুন ঈদুল আজহা পালিত হবে। তবে সৌদি আরবে ঈদ উদযাপিত হবে ২৮ জুন। ঈদুল আজহা বেশি পরিচিত কোরবানির ঈদ নামে। পশু কোরবানির মাধ্যমে মনের পশুকে দূর করার ব্রত নিয়ে ইসলামধর্মাবলম্বীরা এই ঈদ উদযাপন করে থাকেন।

আরাফাতের নগদ ও ব্যাংকে আছে সাড়ে তিন কোটি টাকা

ঢাকা ঃ হলফনামার তথ্যানুসারে, ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আরাফাতের নগদ ও ব্যাংকে আছে সাড়ে তিন কোটি টাকা।

ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আরাফাত পেশা থেকে আয় করেন বছরে এক কোটি ২৮ লাখ টাকা। এই আয় আসে তার পেশা ও ব্যাংক সুদ থেকে (৯২ হাজার ৪৭৭ টাকা)। নগদ টাকা ও ব্যাংক জমা মিলিয়ে তার কাছে প্রায় তিন কোটি ৪৪ লাখ টাকা আছে। তার ওপর নির্ভরশীলদের আয় ৩৮ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। তার নামে নেই কোনো ফৌজদারি মামলা। অন্য দিকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী সিকদার আনিসুর রহমানে বছরে আয় ১৫ লাখ টাকা।

নির্বাচন কমিশনে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে প্রার্থীদের জমা দেওয়া হলফনামা থেকে এই তথ্য জানা গেছে। ৯ জুন ঢাকা১৭ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান মোহাম্মদ আরাফাত। রোববার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এই নির্বাহী সদস্যের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মোঃ মুনীর হোসাইন খান। হলফনামায় বলা হয়, আরাফাতের ব্যাংকে নিজের নামে তিন কোটি ৪৩ লাখ ৯৯ হাজার ৬০৬ টাকা এবং স্ত্রীর নামে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এক কোটি ১০ লাখ টাকা আছে। এছাড়া নিজ নামে আছে এক কোটি ২৯ লাখ টাকা এবং স্ত্রীর নামে এক কোটি ৯৯ টাকার শেয়ার। আরাফাতের নিজের নামে

সঞ্চয়পত্রে স্থায়ী আমানত ৩০ লাখ টাকা, ১৭ লাখ ২০ হাজার টাকার গাড়ি, ছয় লাখ টাকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী ও আসবাবপত্র রয়েছে। রাজধানীতে আছে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা অ্যাপার্টমেন্ট। তার নিজের ও স্ত্রীর স্বর্ণ, পাথরনির্মিত অলংকার বা অন্য কোনও মূল্যবান অলংকার নেই। এই প্রার্থী হলফনামায় আরও জানিয়েছেন, তার কৃষি ও অকৃষিজমি নেই। আরাফাত স্ট্র্যাটেজিক ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (এসএফআইএল) থেকে নিজ নামে তিনি এক কোটি ১৭ লাখ ৬১ হাজার ৩৮৬ টাকা গৃহঋণ নিয়েছেন। তার স্ত্রীর নামে অপরিশোধিত শেয়ারের অর্থের পরিমাণ আট লাখ টাকা। জাতীয় পার্টির প্রার্থী সিকদার আনিসুর রহমানের আয় কম হলেও মামলা রয়েছে তিনটি। এছাড়া অতীতে একটি মামলা খারিজ হয়েছে, আর একটি আপস নিষ্পত্তি হয়েছে। বাড়ি ভাড়া, ব্যবসা ও পেনশন থেকে বছরে তার আয় ১৫ লাখ ১৮৩ টাকা। তার ওপর নির্ভরশীলের আয় দুই লাখ চার হাজার টাকা। আনিসুর রহমানের কাছে নগদ আড়াই লাখ ও স্ত্রী হাতে নগদ ৫০ হাজার টাকা আছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিজের নামে ৫৫ লাখ ৯৪ হাজার টাকা এবং স্ত্রীর নামে ৭০ হাজার টাকা আছে ও পাঁচ তোলা স্বর্ণালংকার আছে। আনিসুর রহমানের কৃষি থেকে বছরে কোনো আয় নেই। শেয়ারবাজারে তার বিনিয়োগ নেই। তবে ১৭ লাখ টাকার গাড়ি ও সাত লাখ টাকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী এবং আসবাবপত্র রয়েছে জাপা প্রার্থীর। তিনি অবসর ভাতা হিসেবে বছরে এক লাখ ২০ হাজার ১৮৩ টাকা পান। কৃষিজমি না থাকলেও আনিসুর রহমানের অকৃষিজমির আর্থিক মূল্য ৪১ লাখ ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা। বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্টের আর্থিক মূল্য ২৬ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। ডেলটা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স করপোরেশন লিমিটেড বা ডিবিএইচ থেকে তিনি ১৭ লাখ টাকার ঋণ নিয়েছেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএসসি।

জার্মানিতে বিশ্বযুদ্ধের বোমার নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ

বার্লিন ঃ জার্মানির উত্তরে হানোফার শহরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি বোমার নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তার আগে এলাকার প্রায় আট হাজার ১০০ বাসিন্দাকে বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয়েছিলো।

রোববার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই ব্রিটিশ বোমাটির নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এলাকার একটি মাঠে এই অভিযান চালায় দমকল বিভাগ। অভিযান চলাকালে স্থানীয়দের বাড়ি ছেড়ে যেতে বলা হয়েছিলো। কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়েছিল, তারা ওষুধ এবং বেবিফুডের মতো অত্যন্ত দরকারি জিনিস সঙ্গে নিতে পারবেন। অভিযানের সময় তাদের থাকার জন্য স্থানীয় স্কুলে কেয়ার সেন্টার তৈরি করা হয়েছিলো। যে এলাকায় নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তার ছবি টুইট করে হানোফারের দমকল বিভাগ।

হানোফারের উত্তর সালক্যাম্প জেলায় সয়েল সাউন্ডিংয়ের পর এই বোমার সন্ধান মিলেছিলো। তবে জার্মানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ জাতীয় বোমা বা অস্ত্র আগেও পাওয়া গিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞরা এই বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করেন। কিন্তু হানোফারের ক্ষেত্রে এটি আলাদা ছিলো। দীর্ঘমেয়াদি ফিউজসহ ৫০০ কিলোগ্রামের বিশাল বোমাটিকে

নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়ন্ত্রিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রয়োজন ছিলো। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ স্থানীয় দমকলবিভাগ ঘোষণা করে, নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। বাসিন্দাদের নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পরে, দমকল বিভাগ টুইট করে, 'এটি একটি জটিল অভিযান ছিলো। সব সুশৃঙ্খল নাগরিক এবং সাহায্যকারীদের অনেক ধন্যবাদ।'

বিভেদ কাটাতে ডিডাব্লিউ গ্লোবাল মিডিয়া ফোরাম

বার্লিন ঃ মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদের ক্ষয়, যুদ্ধ ঃ মানুষের সামনে আজ নানামুখী চ্যালেঞ্জ। কীভাবে এ থেকে বেরুনো যায়? ডয়চে ভেলের ১৬তম গ্লোবাল মিডিয়া ফোরামের লক্ষ্য নানামতের সেতুবন্ধন। গ্লোবাল মিডিয়া ফোরাম জিএমএফএর এবারের আসরের মূলমন্ত্র হল 'বিভেদ কাটানো'। জার্মানির বনে শহরে সোমবার পর্দা উঠেছে এই সম্মেলনের। পেটার লিমবুর্গের মতে, এই বিভাজিত পরিস্থিতির জন্য মিডিয়া ও যারা বিভাজনের রাজনীতি করেন, ভুল তথ্য ছড়ান সবার দায়িত্ব নিতে হবে। লিমবুর্গ বলেন, ''ভুল তথ্য, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও পপুলিজম এই শিল্পের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। সাংবাদিকদের জন্য, আমাদের নিজেদের আচরণের সমালোচনা এখন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'' গ্লোবাল মিডিয়া ফোরামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিমবুর্গ বলেন, ''যেহেতু এখানে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা যায়, আমরা একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারি। আপনার প্রশ্ন ও উদ্বেগ শুধু যে আপনার নয়, আরো অনেকেই এমন করে ভাবেন, তা আপনি বুঝতে পারেন।''

সম্পাদকীয়

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে যারা ইতোমধ্যেই চাকরি হারিয়েছেন

ডিন মিডোক্রফট কিছুদিন আগ পর্যন্ত একটি মার্কেটিং কোম্পানিতে কপিরাইটারের কাজ করতেন। প্রেস রিলিজ লেখা, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়াসহ কোম্পানির জন্য বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি করতে হতো তাকে। কিন্তু গত বছর শেষ দিকে তার কোম্পানি একটি আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) ব্যবস্থা চালু করে। প্রথমে বলা হলো কপিরাইটারদের সাথে সমান্তরালভাবে কাজ করবে এই এআই ব্যবস্থা। তাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে, দ্রুত কাজ হবে, তিনি বলেন। তবে এআই যেসব কাজ করে দিচ্ছিল তার মান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না মি. মিডোক্রফট। এগুলো ব্যবহার করে সেসব কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছিল সেগুলো খুবই সাদামাটা গোছের, সবগুলোই প্রায় একইরকম লাগছিল, অসামান্য বা ভিন্ন কিছু কাজ বের করা যাচ্ছিলোনা। এআই ব্যবহার করে তৈরি লেখাগুলো আবার আরেকজন খুঁটিয়ে দেখতো হতো যেন সেগুলো অন্য কোথাও থেকে হুবহু কোনো নকল না হয়। কিন্তু এআই দিয়ে খুব দ্রুত কাজ হচ্ছিল। যে কপি লিখতে একজন কপিরাইটারের এক থেকে দেড় ঘণ্টা লাগে, এআই দিয়ে তা ১০ মিনিট বা আরো কম সময়ে লেখা যাচ্ছিল। এআই চালুর চার মাসের মাথায়, মি. মিডোক্রফটের

চার সদস্যের টিমের চাকরি চলে গেলে। কেন তা করা হলো তা নিয়ে মি. মিডোক্রফট শতভাগ নিশ্চিত না হলেও তার দৃঢ় বিশ্বাস এআই এর কারণে তাদের চাকরি গেছে। এআই যে লেখকদের চাকরি খাবে বা আমার চাকরি হুমকিতে ফেলবে - এমন ধারণা আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম । কিন্তু বাস্তবে সেটাই হলো, তিনি বলেন। গত বছর শেষ দিকে ওপেন এআই কোম্পানি চ্যাট জিপিটি বাজারে ছাড়ার পর এআই এর ব্যবহার হুহু করে বাড়ছে। মাইক্রোসফটের সাহায্য নিয়ে তৈরি করা চ্যাট জিপিটি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিয়ে দেয় যা দেখে মনে হবে মানুষই বোধ হয় সেই উত্তর লিখছে। এই এআই প্রোগ্রাম কয়েক মিনিটের মধ্যে বড় বড় নিবন্ধ, ভাষণ এমনকি রান্নার রেসিপি পর্যন্ত হাজির করে দিচ্ছে। অন্যান্য প্রযুক্তি জায়ান্টরাও তাদের নিজস্ব এআই সিস্টেম তৈরির জন্য হুমকি খেয়ে পড়ছে। যেমন, মার্চে গুগল তাদের নিজস্ব এআই সিস্টেম বার্ড বাজারে ছাড়ে। যদিও একেবারে নিখুঁত নয়, তারপরও এসব এআই সিস্টেম ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা অসীম তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটি বের করে আনতে সক্ষম, যে কাজ কোনো একজন বা একদল মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর এ কারণেই এমন ধারণা অমূলক নয় যে কোনো কোনো চাকরি এখন হুমকিতে পড়ে গেছে। এ বছরের গোড়ার দিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাকসের একটি রিপোর্টে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে পূর্ণকালীন কাজ করছে এমন ৩০ কোটি মানুষ বেকার হয়ে যেতে পারে। তবে অর্থনীতির সব খাতে এটির প্রভাব সমানভাবে পড়বেনা। ঐ রিপোর্টে বলা হয়, প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজের ৪৬ শতাংশ এবং আইন পেশার ৪৪ শতাংশ কাজ এআই দিয়ে হতে পারে। কিন্তু নির্মাণ খাতের কাজে বড়জোর ছয় শতাংশ কাজ এআই দিয়ে করা সম্ভব হতে পারে। গোল্ডম্যান স্যাকসের ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়, এআই দিয়ে উৎপাদনশীলতা এবং সেইসাথে প্রবৃদ্ধি বাড়বে, ফলে নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এরই মধ্যে তার নজির দেখা যাচ্ছে। যেমন, সুইডিশ ফার্নিচার জায়ান্ট আইকিয়া তাদের কল সেন্টারের হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাই না করে ডিজাইন পরামর্শকের কাজ দিয়ে রেখে দিয়েছে। ঐ কোম্পানি বিলি নামে একটি এআই সিস্টেম চালুর পর তা দিয়েই কল সেন্টারের ৪৭ শতাংশ কল মানুষের বদলে মেশিন দিয়েই হ্যান্ডল করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু তারপরও আইকিয়ার কল সেন্টারের কর্মীদের চাকরি যায়নি। এ মাসে কোম্পানি জানায় ২০২১ সাল থেকে তারা কল সেন্টারে কর্মরত ৮৫০০ কর্মীকে ছাঁটাই না করে ডিজাইন পরামর্শকের কাজ দিয়ে রেখে দিয়েছে। যদিও আইকিয়ায় এআই চালুর পর মানুষ চাকরি হারায়নি, কিন্তু কোম্পানিগুলো যেভাবে একে একে তাদের কাজে এআই চালু করছে তাতে শ্রমিক কর্মচারিদের মধ্যে গভীর শঙ্কা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শক সংস্থা বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বিসিজি) করা সাম্প্রতিক এক জরিপ করেছে যেখানে তারা সারা বিশ্বের বিভিন্ন খাতে কর্মরত ১২,০০০ কর্মীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে। ঐ জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে উত্তরদাতাদের এক তৃতীয়াংশই ভয় পাচ্ছেন এআই এর কারণে তারা চাকরি হারাবেন। ম্যানেজারদের চেয়ে ফ্রন্ট লাইনে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে এই ভয় বেশি।

জানা অজানা

সাহিত্যিক ও সমাজ সেবী সুনীল কুমার দে ডক্টর রাম সেবক বিকল স্মৃতি সম্মানে সম্মানিত হলেন

গোলমুরিঃ বিগত তারিখ ১৮ ই জুন জামশেদপুরের গোলমুরি সিংহভূম জিলা ভোজপুরি সাহিত্য সংস্কৃতি ভবনে ডক্টর রাম সেবক বিকল সাহিত্য কলা সঙ্গম সেবা ট্রাস্ট বালিয়ার একটি সাহিত্যিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো।অনুষ্ঠানে ডক্টর বিকল জী দ্বারা লিখিত ভগবত গীতার ভোজপুরি অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের উন্মোচন,এগারো বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের সম্মান ও বহুভাষী কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হলো।অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হরি বল্লভ সিং আরশি ও বিশিষ্ঠ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দিনেশ্বর প্রসাদ সিং দীনেশ।ভোজপুরি,হিন্দী ও বাংলার বিখ্যাত কবি ও লেখক স্বর্গীয় ডক্টর রাম সেবক বিকলের প্রতীকৃতি তে পুষ্প্য প্রদান করে কার্যক্রমের শুভারম্ভ করা হয়।রাধেশ্যাম শর্মা স্বাগত ভাষণ দেন।অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ঠ সাহিত্যিক অরবিন্দ বিদ্রোহী।তারপর অতিথি গন সবাই মিলে বিকেলজির ভোজপুরি গীতা অনুবাদের বই টি উন্মোচন করেন ও পরে বিকেলজির বিশাল কর্ম কান্ডের আলোচনা করেন অতিথিরা।তারপর এগারো জন প্রসিদ্ধ কবি ও লেখকদের ডক্টর রাম সেবক বিকল স্মৃতি সম্মান ও ডক্টর বিকল রাষ্ট্রীয় কীর্তি বিদশ্রী সম্মানে সম্মানিত করেন বিকল জির ছেলে ডক্টর আদিত্য কুমার অংশু।সম্মান স্বরূপ সবাই কে মালা,শাল,স্মৃতি চিন্হ ও প্রশাংশা পত্র দেওয়া হয়।এই অনুষ্ঠানে ঝাড়খন্ডের প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে কেও সম্মানিত করা হয়।

কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে কে এই সম্মান দেওয়ার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের মধ্যে ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল,রঘুনন্দন ব্যানার্জি,তুষার দে,কমলেশ মিশ্রা, রাকেশ মিশ্রা,সুধাংশু শেখর মিশ্রা,ডাক্তার প্রবীর নন্দী,শিব কুমার সিং,পি,কে,দাস,মৃনাল পাল,বীথিকা মণ্ডল,অলক পাল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,ভবতরণ মণ্ডল,উজ্জ্বল মণ্ডল, রাজকুমার সাহু, হেম চন্দ্র পাত্র, বলরাম গোপ,অমল বিশ্বাস,সঞ্জয় সাহু,মৃত্যুঞ্জয় গোপ,দুলাল চন্দ্র দাস,দুলাল মুখার্জি,পূজা মাহাতো,রাজেশ রায়,সুবোধ গরাই,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,বিষ্ণু পদ গোপ,সুদীপ মুখার্জি,অনুপম মণ্ডল,কুমার মণ্ডল,মিঠুন সাহু,অজিত কুম্ভকার,মলয় গোপ,নরসিং মহাকুড়, জন্মেজয় সরদার,যুধিষ্ঠির সরদার,সূর্য্য শঙ্কর কর,দিলীপ মণ্ডল,সনৎ মণ্ডল,বিমল চক্রবর্তী,রবি মাহাতো,অশোক সেন,গনেশ মুর্মু,দীনেশ সরদার আরো অনেকেই।

কেন ২০শে জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন প্রাসঙ্গিক

নির্মাল্য গাঙ্গুলী
প্রাবন্ধিক

২০শে জুন - পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এই তথ্যটি হয়তো আপনাকে হতচকিত করে দিতেই পারে। হয় এর আগে শোনেন নি বা এজাতীয় কোন তথ্য জানা নেই। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ দিবসটি কি? আজকের এই দিনটিতে সেই ১৯৪৭ সালে আজকের বর্তমান ভারতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যের জন্ম হয়েছিল, এক তীব্র মরণপণ সংগ্রাম ও রক্তস্নানের মাধ্যমে। খুব দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যদি এই ভূখণ্ডটি সৃষ্টি না হতো, পূর্বতন অখণ্ড বঙ্গের অন্তত একটি অংশেও বহুত্ববাদবলে কিছুর অস্তিত্ব থাকতনা। লক্ষাধিক হিন্দুর পার্শ্ববর্তী পূর্বপাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ, থেকে অন্তর্ধান হয়েছিল ১৯৪৭ সালেই - তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৯৪৯ র পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ২৯ র অধিকারী হিন্দুরা আজ সেখানে মাত্র প্রায় ৭ এসে পৌঁছেছে। গবেষকদের মতে, উত্তরোত্তর ইসলামী (গণপ্রজাতন্ত্রী) বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার কল্যাণে সেটি শূন্য তে পৌঁছতে বেশী সময় নেবেনা। আর আজকের বাংলাদেশে এখন মুক্তমনা বা লিবারেল'দের অবস্থাও তথৈবচ।অর্থাৎ, ১৯৪৭ এ তৎকালীন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশবিভাগের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ র সৃষ্টি করেছিলেন তার সার্থকতা এই ভয়ঙ্কর সময়েই, যখন নিরন্তর আঘাতে সুস্থ, ধর্মীয় ও মানবিক চিন্তা রক্তাক্ত, বোঝা যায়। ২০শে জুনের ঐতিহাসিক দিনটি যেটি পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে বর্তমানে কয়েক বছর ধরে পালিত হচ্ছে, সেইটা মূলত ২০১৪ সালের মে মাসে কেন্দ্রে দক্ষিনপন্থী এনডিএ সরকার গঠনের পর হিন্দুত্ব জাগরণের কারণে, নয়ত প্রায় প্রতি বছরই অলক্ষ্যে চলে যেতো। এই হিন্দুত্ব জাগরণের খানিক শ্রেয় পশ্চিমবঙ্গের গেরুয়া বাহিনীর বিভিন্ন আয়ামের নিশ্চয়ই প্রাপ্য, যারা মূলত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দুইভাবেই এর পালন করছে। এটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্ট হয়েছিল দেশভাগের সময়, বিশেষত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে, যেখানে অন্যান্য রাজ্যগুলির অধিকাংশের জন্ম হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ভাষা ভিত্তিক, (রাজ্য) বাসিন্দাদের দাবি ও আন্দোলন ভিত্তিক আর সর্বশেষেকেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। কিন্তু,আজকের এই পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্ট হয়েছিল এই ভূখণ্ডের হিন্দু জনসাধারণের ঐকান্তিক ইচ্ছায়, বিশিষ্ট হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে ও রাজ্যবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের বঙ্গীয় আইনসভায় সম্মিলিত ভোটদানের মাধ্যমে। তাই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন এক ঐতিহাসিক ও আবশ্যিক কর্তব্যও বটে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা নেই যে ভারতে অবস্থিত প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যেরই একটি করে রাজ্যদিবস আছে। অথচ সাম্প্রদায়িক বিভক্তি, রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে বাঙালী হিন্দু জাতি র জন্য নির্মিত, ঐতিহাসিক ভাবে সত্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে কেউ উৎসাহ প্রদর্শন করেননি। ভাবীকাল যদি জানতে চায় এই অনুৎসাহের কারণ - বাঙালী হিন্দু মনন কে অবদমিত করার জন্যেই কিনা - তখন তার উত্তর দিতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্ব প্রস্তুত থাকবেন তো? ১লা মে পালিত হয় মহারাষ্ট্র দিবস,১ লা নভেম্বর কর্ণাটক দিবস,৩০শে মার্চ রাজস্থান দিবস পালিত হয়। নতুন রাজ্যগুলিরও নিজস্ব স্থাপনা দিবস আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দিবসেরক্ষেত্রেই এতো বিড়ম্বনারসৃষ্টি হয় কেন? ঘুরে ফিরে দেখতে হলে সমস্যা হল সেই রাজনীতিরব্যবসা আর তার ব্যবসাদারেরা, যাঁরা দেশের অগ্রগতির সব ক্ষেত্রেই বৃহত্তম প্রতিবন্ধকতা। তবুও জাতির নিদ্রাভঙ্গ হয়, চেতনা র উন্মেষ ঘটে, কালের চাকা পরিবর্তিত হয় ও ইতিহাস তার নয়া দাবী নিয়ে জাতির সম্মুখীন হয়।

কিন্তু পাছে আমরা আজীবন অজ্ঞ থেকে যাই, আমাদের ১৯০৫ সালের পরের দিকে ফিরে তাকানোর সময় এসেছে যখন ব্রিটিশরা বাংলাকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 'ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম' এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বিভক্ত করে সৃষ্টি করে আজকের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা। প্রতারণার পৈশাচিক খেলা খেলে, ব্রিটিশরা গোয়ালপাড়া ও কাছাড়ের মতো বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলিকে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম'-এর কাছে হস্তান্তর করে, হিন্দু জনসংখ্যাকে অখণ্ড মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মর্যাদায় ছেড়ে দেয়। ব্রিটিশদের র যোগ্য সহযোগী হিসেবে মুসলিম লীগের পাকিস্তান গঠন ও হিন্দু জাতির নিশ্চিহ্নকরণের অভিমুখে ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক কার্যাবলী এক নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল।সমগ্র বাংলাতে হিন্দু আধিপত্য ক্রমাগত ক্ষুণ্ন করার সাথে ১৯৩২ সালের কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড, ভারত রক্ষা আইন - ১৯৩৫ প্রণয়নের মাধ্যমে অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিলযে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শ্রী নীরোদচন্দ্র চৌধুরী পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন হিন্দুদের দেখার কিছু থাকলো, বলার কিছু থাকলো কিন্তু করার কিছু থাকলোনা। অর্থাৎ ১৯৩৫-৩৬ সালের মধ্যেই অবিভক্ত বঙ্গের একদা প্রচণ্ড শক্তিশালী বাঙালী হিন্দু, কি শিক্ষা, কি অর্থনীতিতে, পথের কপর্দকহীন ভিক্ষুকে পরিণত হল প্রায়। যেটুকু বাকি ছিল তাও সম্পূর্ণ হল ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক শ্রীপদ্মর বিদায়ের মাধ্যমে।

শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই প্রথম মুসলমান ও হিন্দুর সম্মুখ সমর হল ও শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক কর্ম সত্ত্বেও হিন্দু সমাজ পরাজিত হল। ১৯৪০'র দশকের বাংলার মুসলিম লীগ সরকার দ্বারা আনীত মহা বিতর্কিত ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট সেকেণ্ডারী এজুকেশন বিল এবং তার বিরুদ্ধে শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু সমাজের সংগ্রাম রাজনৈতিক উত্তাপকে এক নয়া মাত্রা প্রদান করে।

সংগ্রাম এতো গুরুতর হয়ে ওঠে যে জনাব আবু হোসেন সরকারের মতো ব্যক্তিও বলে ওঠেন যে এই বিলশিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলে, হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান র পরিবর্তে চারিদিকে শুধু গোরস্থানই থাকবে।

কিন্তু পাকিস্তান গঠনের নেশায় উন্মত্ত মুসলিম লীগ ও জিন্না এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শোনার জন্য অপেক্ষা করেননি। বাংলার বিধানসভায় একের পর এক বিল এনে হিন্দুজমিদারশ্রেণীর ক্ষতিসাধন করে কৃষক দরদী সাজার উন্মাদনা তখন লীগ কে গ্রাস করেছে কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল দরদের পরিবর্তে সমগ্র বাংলাতে এক ইসলামিক রাজত্ব গড়ার জন্যে সে মরিয়া। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল আগস্ট ১৬, ১৯৪৬ র সম্মুখ সমর, ইতিহাসে যা প্রসিদ্ধ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে হিসেবে। একইসময়ে ক্রমশ রসাতলে যাওয়া পরিস্থিতির ওপর রাশ টানার পরিবর্তে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সরকার উত্তাপ অনুভব করলেন সেই আগুনের যা সমগ্র ভারতকে দগ্ধ করল। ১৬ ই আগস্ট ও তারপরের কয়েকটি দিন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যা ঘটল তাকে বোধহয় নারকীয় আখ্যাও দেওয়া চলেনা। তার প্রারম্ভ হয়েছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে নৃশংসতম ইসলামী আক্রমণে, শেষ হল হিন্দুদের ভয়াল, ভয়ঙ্কর প্রত্যুত্তরে। অক্টোবর ১০, ১৯৪৬ - কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত্রে গোলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে নোয়াখালীর সংখ্যালঘু হিন্দুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাশেমের ফৌজ, যে অগ্নি নির্বাপিত করতে স্বয়ং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী'কে ছুটে আসতে হয়েছিল সেখানে এবং নোয়াখালীর প্রতিক্রিয়ায় ২৬শে অক্টোবর বিহারে হিন্দুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানকার মুসলমান অধিবাসীদের ওপর। তারপরই জ্বলে উঠল উত্তরপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বর। এর মধ্যেই ঘটলো শ্রীহট্টের গণভোটের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় - যেদিন গণতন্ত্রের সমস্ত ধ্যানধারণার ধর্ষণ করে শ্রীহট্টকে তুলে দেওয়া হল পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ও তার সাথেই পূর্ণ হল বাঙালী হিন্দু সমাজের সর্বনাশের ইতিবৃত্ত। বাঙালীর সেই পলায়ন আজও থামেনি। ১৯৪৭ এ তার পরিচয় ছিল ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু ক্যাম্পের অধিবাসী হিসেবে, আজ তার পরিচয় আসামের ডিটেনশন ক্যাম্পের উদ্বাস্তু হিসেবে।

১৯৩৬-১৯৩৭ সালের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনের পর, কংগ্রেস ৫৪টি আসন পেয়ে বৃহত্তম একক দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ প্রদেশে সরকার গঠন করতে অস্বীকার করে। এই প্রত্যাখ্যান কংগ্রেসের উপর আস্থাশীল বাঙালি হিন্দুদের ভাগ্যের উপর মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। এটি কৃষক প্রজা পার্টির এ কে ফজলুল হককে মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবির্ভূত হতে সাহায্য করে।জিন্না'র সরকার ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় মুসলমানদের ত্রাণ প্রদান এবং হিন্দুদের অনাহারে মৃত্যুর দিকে ছেড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তিনি ১৯৪৬ সালে বাংলার নতুন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এইচ এস সোহরাওয়াদী'র সাথে গ্রেট কলকাতা হত্যাকাণ্ড এবং নোয়াখালী দাঙ্গার সময় সংগঠিত হিন্দু হত্যার ডাক দেন এবং বাঙালি হিন্দুদের হত্যার তত্ত্বাবধান করেন।

কিন্তু ১৬ ই আগস্ট যে ভয়ঙ্কর ঘটনাপ্রবাহ শুরু হল কলকাতায় (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একদা রাজধানী) তা থামলোনা ভারতের স্বাধীনতার পরেও, এমনই ভয়ঙ্কর ছিল পারস্পরিক বিদ্বেষ, তৎসহ হিন্দু প্রতিক্রিয়া।২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার গোরক্ষপুর অধিবেশনে দেশভাগের দাবী তুলে 'স্বধর্ম রক্ষার কারণে রক্তস্নানের জন্যে' হিন্দুদের প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন এল. বি. ভোপটকর। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে ফেলে চারমাস পরে ১৯৪৭ এর এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার তারকেশ্বর অধিবেশনে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশভাগকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে তুলে ধরেন। নির্মলচন্দ্র বলেন, হিন্দুদের কাছে এটা জীবন মরণের প্রশ্ন 'বাঙলার হিন্দুরা জাতীয় সরকারের অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করবে।' দিল্লীর একটি সভায় শ্যামাপ্রসাদ এমনও বলেন যে, পাকিস্তান যদি নাও হয়, তাহলেও বাঙলার হিন্দুদের জন্য একটা আলাদা প্রদেশ চাই। সাতচল্লিশের গোড়াতেও শ্যামাপ্রসাদ দেশভাগের কথা বলেননি কিন্তু এখন তাঁর মনে হয়, দেশভাগ ছাড়া অন্য কোন সমাধান তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, একজন কট্টর রাষ্ট্রভক্ত জাতীয়তাবাদী, যিনি সর্বদা ভারত ভাগের ধারণার বিরুদ্ধে ছিলেন, বিভিন্ন মুসলিম নির্বাচিত নেতাদের অধীনে বাঙালি হিন্দুদের দুর্দশা দেখে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। যতটা শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন দেশটি ঐক্যবদ্ধ থাকুক, পাকিস্তান গঠন অনিবার্য হয়ে উঠলে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে হিন্দুদের নিজস্ব একটি স্বদেশ প্রয়োজন। তাঁর দূরদর্শিতা অন্যান্য বিপ্লবীদের দৃষ্টিতে অনুরণন খুঁজে পেয়েছিল যারা ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে বেঙ্গল পার্টিশন লীগ গঠন করেছিলেন।

১৯৪৭-এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আইন অনুসারে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের ব্যবস্থা হল। যেহেতু বঙ্গীয় আইনসভা ভারত বা পাকিস্তানে যুক্ত হবার ব্যাপারে একমত ছিল না ফলে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরি হল পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে হল পূর্ববঙ্গ ও হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে হল পশ্চিমবঙ্গ। ঐ দিনেই পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্যরা ৫৮-২১ ভোটে বাংলাভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন তৈরী হল পশ্চিমবঙ্গ ও তার আইনসভা। ভারত স্বাধীন হল ১৫ ই আগস্ট, ১৯৪৭। শ্যামাপ্রসাদপন্থী ৫৪ জন বিধায়কের জন্যেই পশ্চিমবঙ্গ স্বীকৃতি পেয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের দাবি ছিল, দেশ ভাগ করলে বাংলাকেও ভাগ করে, রাজ্যের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করতে হবে। যা হিন্দুপ্রধান ভারতের অংশ হিসেবে থাকবে। শ্যামাপ্রসাদের সেই লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রশ্নটি রয়ে যায় - অন্য কোন পন্থার কি সম্ভাবনা ছিল এই যন্ত্রণাময় পদ্ধতির পরিবর্তে? এই জিজ্ঞাসা এখনো দেখা দেয় গবেষক, চিন্তাবিদদের মনের গহনে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিবেচনা করল বাঙালী হিন্দু জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পৃথক হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিলোনা।

পশ্চিমবঙ্গের অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীরা, যারা জ্ঞান ও শিক্ষায় তাদের আধিপত্য সম্পর্কে নিশ্চিত, তারা কয়েক দশক ধরে ২০শে জুনের তাৎপর্যপূর্ণ তারিখটি সুবিধাজনকভাবে ভুলে গেছে। মার্ক্সের ধার করা মহিমায় উদ্ভাসিত, কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীরা ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দুর্দান্ত অবদানকে উপেক্ষা করেছেন, এমনকি সামান্যতমও সুযোগ পেলেই কটাক্ষও করেছেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই মার্চ, একটি আবেগপূর্ণ বক্তৃতায়, ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলায় হিন্দুদের একটি জমি সুরক্ষিত করার প্রয়োজেনীয়তার উপর জোর দেন। নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি, ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডঃ প্রমথ নাথ ব্যানার্জী, এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী সহ নির্ভীক হিন্দু নেতারা বাঙালি হিন্দুদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হিসাবে বাংলা ভাগের মুখার্জির ধারণার সাথে একমত হন।ভারত ভাগের জন্য জিন্না'র দাবিকে তার পক্ষে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, যদি ২৪ শতাংশ মুসলমান ভারতে ৭৬ শতাংশ অমুসলিমদের সাথে থাকতে না পারে তবে ৪৫ শতাংশ অমুসলিম বাংলায় ৫৫ শতাংশ মুসলমানের সাথে কীভাবে থাকতে পারে। তিনি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং নোয়াখালী গণহত্যাকে উদ্ধৃত করে তার পয়েন্ট হোম চালান।কিংবদন্তি ঘনশ্যাম দাস বিড়লা সহ প্রায় সমস্ত বাঙালি হিন্দু আইনজীবী, হিন্দু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মুখার্জির দাবির পক্ষে এবং অবশেষে, ব্রিটিশ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনও সরে দাঁড়ান।

কে ছিলেন না এই মহতী সংগ্রামে? পশ্চিমবঙ্গের দাবী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একাকী কিন্তু ক্রমে যুক্তি ও বোধে শাণিত হয়ে তাঁর পাশে দৃঢ়চিত্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, শ্রী নলিনাক্ষ সান্যাল, পন্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র, শ্রী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মেজঃ জেনাঃ এসি চ্যাটার্জি, শ্রী নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রী যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রী বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মেঘনাদ সাহা, স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ মাখলাল রায়চৌধুরী, অমৃতবাজার যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠী, আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী, মডার্ন রিভিউ'এর প্রবাসী গোষ্ঠী, ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিনয় সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

২০শে জুন ১৯৪৭ তারিখে, বঙ্গীয় আইনসভার বিধায়করা বৈঠক করেন যে ইউনাইটেড বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভারতের সাথে থাকবে, পাকিস্তানে যাবে নাকি বিভক্ত হবে। ৯০এর বিপরীতে ১২০ ভোটে, প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং পাকিস্তানের সাথে একীভূত হবে। বাংলার অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যদের (অখণ্ড বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চলের সদস্যরা) পৃথকভাবে বসেন।সভায় প্রদেশের বিভক্তির পক্ষে ভোট দেওয়া হয়, অমুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলি ভারতের সাথে থাকে, এইভাবে হিন্দুদের একটি স্বদেশ দেওয়া হয় যেখানে তারা আশ্বাস এবং মর্যাদা এবং অনুশীলনের সাথে বসবাস করতে পারে। তাদের হিন্দু ধর্ম গর্বের সাথে।কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা ও কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দেয় এবং পক্ষে সর্বমোট ভোট পড়ে ৫৮টি। মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধী হিসেবে দলবদ্ধভাবে ভোট দেয় তাদের পক্ষে ভোট পড়ে ২১টি। ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, সমস্ত প্রতিকূলতার বিপক্ষে আসীন হয়ে, গৃহীত হয়।

সেই ঘটনাবহুল দিন থেকে ৭৫ বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে, বাংলাদেশে হিন্দুরা এখনও নির্যাতিত, লুটপাট, হত্যা, এবং যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তারা সমস্ত হিন্দু বাঙালিদের জন্য তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক বাড়িতে আশ্রয় চায় কোথায়? এই ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে, যার জন্ম২০শে জুন, ১৯৪৭।

মূলত, হিন্দুদের জন্য গঠিত হলেও পশ্চিমবঙ্গ এখন হিন্দুদের হাতছাড়া অবস্থা এমন যে তাঁরা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রকাশ, প্রতিবাদে আগ্রাসী হওয়ার সাহসটুকুও হারিয়েছেন. এই হতশ্রী অবস্থা বর্তমানে কেন তা নিয়ে চর্চার প্রয়োজন।সমস্যাটি আত্মস্থ করে, আপন ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে বাঙালী হিন্দুর পক্ষে পুনরায় অগ্রসর হতে আজ মণীষা ওপ্রজ্ঞার প্রয়োজন।

সাময়িকী

পুরুষ যখন বাবা হন তখন তার শরীর ও মস্তিষ্কে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে

সৌম্য সেন
কলামিস্ট

নারীরা যখন মা হন তখন তাদের মধ্যে স্পষ্টতই অনেক ধরনের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পুরুষরা যখন পিতা হন তখন তাদের দেহেও যে কিছু পরিবর্তন ঘটে সেটা কি আপনি উপলব্ধি করতে পারেন?

একমাত্র যে শারীরিক পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে আমার ওজন বেড়ে গিয়েছিল। আমার শরীর হয়ে উঠছিল একজন পিতার শরীর, বলেন ছ'মাস বয়সী এক শিশু সন্তানের পিতা টম। কিন্তু না, পিতা হলে যে শুধু পুরুষের ওজন কয়েক কেজি বেড়ে যায় তা নয়। এর বাইরেও আরো কিছু পরিবর্তন ঘটে। মা ও বাবা তারা দুজনেই শারীরিকভাবে শিশুর পিতামাতা, বলেন ড. আন্না মাশিন, যিনি পিতৃত্বের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটির নাম ঃ 'পিতার জীবন ঃএকজন আধুনিক পিতা হয়ে ওঠা।'

পিতৃত্বের বিষয়ে এই উপলব্ধি নতুন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অতীতে আমরা মনে করতাম যে শুধু নারীরাই শারীরিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়, কিন্তু আসলে সন্তানধারণ ও শিশুর জন্মদানের মতো বিষয়ে পুরুষের মধ্যেও একই ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে, বলেন তিনি।

এটা ঠিক যে একজন পুরুষ নারীদের মতো ন'মাস ধরে তার পেটে সন্তানকে বড় করে না, তিনি সন্তান প্রসবও করেন না এবং সন্তানের জন্য তার দেহে দুধও উৎপন্ন হয় না।

কিন্তু তারাও একই ধরনের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয় যা বাইরে থেকে খালি চোখে দেখা যায় না।

বড় ধরনের দুটো পরিবর্তন ঘটে। আপনি যখন প্রথমবারের মতো পিতা হবেন তখন আপনার দেহের হরমোন ও মস্তিষ্কে কিছু পরিবর্তন ঘটবে, ড. আন্না ব্যাখ্যা করেন।

হরমোনজনিত সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন ঘটে সেটি হচ্ছে টেস্টোস্টেরন হরমোনের নিঃসরণ কমে যাওয়া। এটি পুরুষের সেক্স হরমোন।

সন্তান উৎপাদনের জন্য যৌনমিলনের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। কারণ এই হরমোন আপনাকে সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে আপনাকে সক্রিয় ও উৎসাহিত করে তোলে, বলেন আন্না।

কিন্তু আপনি যখন পিতা হয়ে যান তখন এই টেস্টোস্টেরন নিঃসরণের মাত্রা কমে গিয়ে পিতা হিসেবে নতুন ভূমিকা পালনের জন্য আপনার দেহকে প্রস্তুত করে তোলে।

যেসব পুরুষের দেহে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা কম থাকে তারা তাদের সন্তানের প্রতি অনেক বেশি স্পর্শকাতর ও সহানুভূতিশীল হয়। এর ফলে তারা তাদের সন্তানদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়।

একজন শিশু যখন কাঁদতে শুরু করে, যেসব পুরুষের শরীরে উচ্চমাত্রা টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয় তারা এতে বিরক্ত হয়, কিন্তু যাদের দেহে টেস্টোস্টেরণ কম থাকে তারা সন্তানের কান্নায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

মার্ক নামের একজন পিতা, যিনি সম্প্রতি প্রথমবারের মতো পিতা হয়েছেন, তিনি বলেন, পিতা হওয়ার আগে আমার এক ছোট্ট ভাতিজা কাঁদতে শুরু করলে আমি ভাবতাম কেউ এসে ওকে সামলাতে পারবে কি না। কিন্তু যেই মূহুর্তে আমি নিজে পিতা হয়ে গেলাম, আমার সন্তান কাঁদতে থাকলে তাকে সামলানোর জন্য আমি নিজে কিছু করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলাম। টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে যাওয়ার কারণে পিতারা অনেক বেশি ধৈর্যশীল হয়ে ওঠে, যা একটি শিশুর জন্য বেশ সহায়ক। আমি এখন আর হতাশ হই না। সেদিন আমি গাড়িতে ছিলাম। আরেকজন একটা কাজ করছিল কিন্তু সেই কাজটা করতে তার অনেক সময় লাগছিল। কিন্তু আমি বেশ শান্ত ছিলম, ভেবেছিলাম 'যাই হোক'। এধরনের বিষয় আমরা কাছে এখন আর খুব বড় কোনো বিষয় নয়, বলেন মার্ক। টেস্টোস্টেরনের নিঃসরণ কমে যাওয়ার ফলে পিতার সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্কের ওপরেও এর একটা বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বেশি হলে সেটা অক্সিটোসিন এবং ডোপামিনের ইতিবাচক প্রভাবকে আটকে দেয়, বলেন আন্না। শিশু সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে এই দুটো রাসায়নিক পদার্থ পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

পাঠকের চিঠি

বাংলা ভাষীদের ঐক্যবদ্ধ করার জনজাগরণ এবং অধিকারের দাবি জানানোর জন্য জেলায় জেলায় কর্মসূচি

ঝাড়খন্ড স্থাপনার ২৩ বছর পরে প্রথমবার রাজ্য সরকারের থেকে অনুমোদিত রাজ্যের বাংলা অধ্যুষিত ১০ টি জেলার সাথে আরো কয়েকটি জেলার প্রতিনিধিরা রাজ্যে অখন্ড বঙ্গ ঐক্য গঠনের লক্ষ্যে ১৮ ই জুন, রবিবারঝাড়খন্ড স্থাপনার ২৩ বছর পরে ১৮ ই জুন, রবিবার,২০২৩ রাজ্যের রাজধানী রাঁচির ঐতিহ্যশালী ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে পূর্ব সিংভূম - পশ্চিম সিংভূম - সরাইকেল্লা খারসোয়া - ধনবাদ - বোকারো - রাঁচি - গিরিডিহ জেলার বঙ্গ সমাজের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রাজ্য সম্মেলন আয়োজন হয়। কিছু জেলার মানুষ অনিবার্য কারণে না আসতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। জেলার সন্মানীয় প্রতিনিধিরা মূলতঃ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন (১) রাজ্যে অখন্ড বঙ্গ ঐক্য কি করে স্থাপন হবে এবং ঐক্যতা ধরে রাখার পথ কি ? (২) বাংলা ভাষীদের বহু দিনের ন্যায্য দাবি - অধিকার আদায়ের পদ্ধতি কি হবে। ধানবাদ জেলা থেকে শ্রী বেঙ্গু ঠাকুর, শ্রীমতি রিনা মন্ডল, শ্রীমতি রেখা মন্ডল, পূর্ব সিংভূম জেলা থেকে শ্রী অচিন্তম গুপ্ত, শ্রী তাপস চ্যাটার্জি, ডাঃ মদন সরকার, সরাইকেল্লা - খারসোয়া জেলা থেকে শ্রী পলাশ কান্তি হাজরা, রাঁচি থেকে শ্রী সেতাঙ্ক সেন, শ্রী উদয়ন বসু, বোকার থেকে শ্রী রঞ্জিত মল্লিক সহ সন্মানীয় বক্তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেন এবং সংগঠিত ভাবে রাজ্য জুড়ে বাংলা ভাষীদের ঐক্যবদ্ধ করার জনজাগরণ এবং অধিকারের দাবি জানানোর জন্য জেলায় জেলায় কর্মসূচি পালন করা হবে।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নয় বছর আগের এবং নয় বছর পরের ভারতের দুটি প্রতিচ্ছবি রয়েছে বলে মন্তব্য বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার

মহা জনসম্পর্ক অভিযানে সামিল হয়ে মোদির প্রতিটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি কংগ্রেসের শাসন কালের অপ ব্যবস্থা, দুর্নীতির যাবতীয় খতিয়ান পেস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পূর্বে ঘোষিত নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ৯ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তথা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারের লক্ষ্যে আযো়জিত মহা জনসম্পর্ক অভিযানের অন্তর্গত জনসভায় অংশ নিয়েছেন তিনি। তবে তার আগে যোরহাটের চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে পৌঁছে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন জে পি নাড্ডা। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির নয় বছরের শাসনকালে এবং এই নয় বছর আগের ভারতের দুটি প্রতিচ্ছবি রয়েছে। গত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে মন্তব্য করার পাশাপাশি কংগ্রেসের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন তিনি।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা রবিবার সকালে ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হয়ে সেখানের পঞ্চায়েত কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে ১১ টা নাগাদ অনুষ্ঠিত হওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মানকি বাত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত যোরহাটের চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে পৌঁছে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। উল্লেখ্য রাজ্য বিজেপি প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে ১০০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত করেছে। আগামী ২১ জুন থেকে দলের কার্যকর্তারা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসম্পর্ক অভিযানের কার্যসূচি শুরু করবেন। এরই অংশ হিসেবে জে পি নাড্ডা এদিন যোরহাটের বিশিষ্ট ডাক্তার পঙ্কজ বড়ুয়া, সমাজসেবী শান্তা শর্মা, জাতীয় টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব রক্তিম শইকিয়া এবং বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ওম প্রকাশ ঘাঁটানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

আমগুড়ির দুর্লভ গগৈ হাই স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠেয় বিশাল জনসভায় অংশগ্রহণ করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনের আগের ভারত ভ্রষ্টাচারী দেশের তালিকায় শামিল ছিল। নয় বছর আগে পলিসি প্যারালাইসিস ভারত ছিল। ২০১৪ সালের আগের ভারত যাবতীয় স্ক্যামে জড়িত ছিল। টুজি, থ্রিজি, ফোরজি, সব ধরনের স্ক্যাম চলছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নির্ণয় নিতে পারা সরকার, মজবুত সরকার, বুলন্দ সরকার এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সরকার কেন্দ্রে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। কংগ্রেস সরকারের আমলে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি, ভ্রষ্টাচারের রাজনীতি ছাড়াও ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করানোর রাজনীতি ছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেন অসমের গোপীনাথ বরদলৈ এবং ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ি এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শংকরদেবের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদনের পদক্ষেপ নিয়েছে বিজেপি। নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও দলটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেন সেবা, সুশাসন অথবা গরিব কল্যাণ এর ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে গেছে। সারা বিশ্বে একসময় ভারতের কি স্থিতি ছিল সেটা প্রত্যেকেই জানেন। কিন্তু বর্তমান ভারত সারা বিশ্বে সম্মানীয় স্থিতিতে রয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের দিক দিয়ে ভারত ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৮ লক্ষ কোটি টাকা শুধুমাত্র পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্তে খরচ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে এক বছরের মধ্যে দশ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন তিনি। সর্বভারতীয় সভাপতি জানান ২০১৪ সালের আগে প্রতিদিন ১২ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হতো। কিন্তু বর্তমান সেটা করা হচ্ছে প্রতিদিন ২৯ কিলোমিটার। ইতিমধ্যে ৫৪ হাজার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৮ টি বন্ধে ভারত ট্রেন চলছে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ২৩ টি বন্ধে ভারত ট্রেন চলবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। ৩৩ হাজার কিলোমিটার রেলওয়ে লাইন ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক পরিষেবার অধীন আনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জে পি নাড্ডা জানান কংগ্রেসের শাসন কালের ৭০ বছরে ৭৪ বিমানবন্দর নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের ৯ বছরে ৭৪ টি বিমানবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১৬ টি উত্তর পূর্বাঞ্চলে নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া আরও সাতটি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণাধীন রয়েছে। বিকাশ, সুরক্ষা, আত্মনির্ভর তার বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন সীমান্ত এলাকায় ১৩৫৯৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ডোকলাম এয়ার স্ট্রাই, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে যে ভারতের ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে কুনজর দিলে ভারত তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। প্রয়োজনীয় এবং যথাযোগ্য জবাব দেওয়া হবে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেন আত্মনির্ভর হিসাবে ভারত নিজের অস্ত্রশস্ত্র বর্তমান নিজেই প্রস্তুত করছে। নৌ বাহিনীতে আইএনএস বিক্রান্ত সামিল হওয়া এর উদাহরণ। অন্যদিকে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার স্কিমের মাধ্যমে ২২ লক্ষ কোটি টাকা হিতাদিকারীদের ব্যাংকের একাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে। তাছাড়া পাঁচ লক্ষের অধিক কমন সার্ভিস সেন্টার শুরু করা হয়েছে। ৩ লক্ষ গ্রামে কমন সার্ভিস সেন্টার এর পরিষেবা চলছে। ইতিমধ্যে ভারত বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। স্টিলে ভারত সারা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, অটোমোবাইল সেক্টরে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। সারা বিশ্বের ৯৭ মোবাইল ভারতে প্রস্তুত করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন কংগ্রেস মূলত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বর্তমান নানা ধরনের যুক্তি তুলে ধরছে। অথচ ভারত সারা বিশ্বে ফাস্ট টেস্ট ইকোনমিক দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ভারতের জিডিপি গ্রোথ ৮.৭ । অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জিডিপি গ্রোথ ২.২ , জার্মানির জিডিপি গ্রোথ ২.৬ , সাউথ কোরিয়া জিডিপি গ্রোথ ৪.১, কানাডার জিডিপি গ্রোথ ৪.২ , আমেরিকার জিডিপি গ্রোথ ৫.৯ । তাছাড়া ভারতের মুদ্রাস্ফীতি ৪.২৫ এর নিচে রয়েছে। কিন্তু আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি ৪.৯ , ফ্রান্সের মুদ্রাস্ফীতি ৫.১ , ইউরোপের মুদ্রাস্ফীতি ৬.১ রয়েছে বলে ঘোষণা করেন তিনি। বিজেপির সভাপতি বলেন মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করলে আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধির হার ৬.৭ এবং ভারতের মূল্যবৃদ্ধির হার ২.৯ বলে উল্লেখ করে তিনি জানান ফ্রান্সের মূল্য বৃদ্ধির হার ১৪, পাকিস্তানের মূল্য বৃদ্ধির হার ৩৮ রয়েছে। প্রসঙ্গত এই জনসভায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু, মন্ত্রী যোগেন মোহন, লোকসভা সংসদ তপন গগৈ, রাজ্যসভায় সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র সন্বিপ পাত্রা সহ স্থানীয় বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন।

এবিভিপি নিজেদের সদস্যদের মধ্যে এতটা স্বাভিমান সৃষ্টি করে চলেছে যাতে তারা দেশের জন্য কাজ করতে পারেন মন্তব্য রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়ার

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৫ বছর সম্পূর্ণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক ছাত্র সংগঠন। অথচ বছর বছর ধরে দেশের স্বার্থে নিজেদের কাজ অব্যাহত রাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৫ বছর সম্পূর্ণ করেছে। এই সংক্রান্তে আযো়জিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া বলেন এবিভিপি নিজেদের সদস্যদের মধ্যে এতটা স্বাভিমান সৃষ্টি করে চলেছে যাতে তারা দেশের জন্য কাজ করতে পারেন। সমাজকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। সমাজকে জুড়ে রাখার জন্য কাজ করছে।তিনি বলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নিজেদের বিকাশের প্রতিও লক্ষ্য লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ যে নিজের বিকাশ করবে না সে দেশের বিকাশ করতে পারবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে আযো়জিত অমৃত মহোৎসবে মুখ্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। তাছাড়া একই অনুষ্ঠানে আরএসএসের প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেদকর সম্মানীয় অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই মহোৎসবের প্রতি সংগতি রেখে অনুষ্ঠিত হয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নতুন পুরানো সদস্যদের মহামিলন কার্যসূচী।

অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া বলেন ছাত্র অবস্থায় তিনি স্বয়ং এবিভিপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এমনকি আপাতকালীন সময়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তা হিসেবে তিনি কারাগারে গেছেন। মূলত এবিভিপির সদস্য হিসাবে সক্রিয় থাকার জন্য তাকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। তবে কারাগার থেকে ফিরে এসে তিনি সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করেন বলে জানান রাজ্যপাল। তিনি বলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কোনো ব্যক্তি বিশেষের সংগঠন নয়। এটা দেশের স্বার্থে নিজেদের আত্মনিযো়গে করা সংগঠন হিসাবে কাজ করে চলেছে। এই ছাত্র সংগঠন দেশের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সঙ্গে জড়িত থাকার সময়ে দেশের সমস্যার সঙ্গে মোকাবেলা করার পাশাপাশি নিজেকে ভালো করে রাখার শক্তি যুগিয়েছে বলে বলে মতামত ব্যক্ত করেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া।

'হিংসাদীর্ণ মণিপুরের হাল এখন সিরিয়া বা লেবাননের মতো'

ইম্ফল ঃ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে নতুন করে শুরু হওয়া সহিংসতায় বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সশস্ত্র জনতার সংঘর্ষ চলছে, সরকারি সম্পত্তি ও কর্মকর্তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের শাসক দল বিজেপির প্রেসিডেন্ট অধিকারীমায়ুম সারদা দেবীর বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে। থংজু বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রধান কার্যালয়টিও জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

রাজ্যের পরিস্থিতিকে লিবিয়া, লেবানন, নাইজেরিয়া বা সিরিয়ার সঙ্গে তুলনা করে মণিপুরের একজন সাবেক শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন, তাঁর রাজ্য এখন 'স্টেটলেস' ‑ যেখানে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ইচ্ছেমতো কেড়ে নেওয়া চলে।

দুদিন আগেই দেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আর. কে. রঞ্জন সিংয়ের ইম্ফলের বাসভবন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আরও বহু বিজেপি নেতা মন্ত্রীকেও আক্রমণের নিশানা করা হচ্ছে। মণিপুরের পরিস্থিতির জন্য বিজেপির রাজনীতিকে দায়ী করে বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, মণিপুর যে জ্বলছে এবং সেখানে একের পর এক প্রাণহানি হচ্ছে, সেই ব্যর্থতার দায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস এমপি ডেরেক ও'ব্রায়েন। এদিকে দেশের প্রায় সাড়ে পাঁচশো নাগরিক সংগঠন, শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী এক যৌথ বিবৃতি জারি করে বলেছেন, বিজেপির 'বিভাজনের রাজনীতি'ই মণিপুরে এই সহিংসতার সূচনা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে এই সঙ্কট নিয়ে মুখ খুলে জবাবদিহি করতে হবে ‑ এই দাবিও জানানো হয়েছে ওই যৌথ বিবৃতিতে।

গত মাসে মণিপুরে মেইতেই ও নাগা কুকি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে রক্তাক্ত সংঘাত শুরু হয়েছিল তা সাময়িকভাবে থিতিয়ে এলেও গত তিন চারদিনে তা আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে।

শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ বিষ্ণুপুরের কোয়াকটা শহরে ও চূড়াচাঁদপুর জেলার কাংভাই গ্রামে একাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠী স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে প্রায় চার পাঁচশো রাউন্ড ফায়ারিং করলে উত্তেজনা চরমে ওঠে।

সরকারি কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, তখন থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে গুলিচালনার ঘটনা ঘটেই চলেছে। তারা আরও বলছেন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকরা এক এক জায়গায় জড়ো হচ্ছেন এবং তারপর সংঘবদ্ধভাবে সরকারি সম্পত্তি বা নেতা মন্ত্রীদের বাড়িতে হামলা চালানোর বা জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় সেনাবাহিনী, আসাম রাইফেলস, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ও রাজ্য পুলিশের যৌথ বাহিনী রাজধানী ইম্ফলের রাস্তায় মধ্যরাতেও টহল দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর. কে. রঞ্জন সিংসহ বহু বিজেপি নেতার বাড়ি ও কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়েছে।

রাজ্যের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা এবং বিদ্যুৎ ও বনমন্ত্রী টি বিশ্বজিৎ সিং যে বিধানসভা কেন্দ্রে থেকে জিতে এসেছেন, সেই থংজুতে বিজেপির প্রধান দপ্তরটিও হামলাকারীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যের একমাত্র মহিলা ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও কুকি নেত্রী নেমচা কিপগেনের ইম্ফলের বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। ঘটনার সময় তিনি অবশ্য বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িঘর ও দোকানপাটে আগুন ধরাতে আসা দুষ্কৃতীদের নিরাপত্তা বাহিনী বাধা দিতে গেলে বহু জায়গায় সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। তাতে বেশ কয়েক জায়গায় বেসামরিক মানুষজন জখমও হয়েছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাবেক লে.জেনারেল এল নিশিকান্ত সিং, যিনি নিজে একজন মণিপুরী, এই পটভূমিতেই গত বৃহস্পতিবার একটি টুইট করেন ‑ যা দিল্লিতেও রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

তাইওয়ান নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেনকে যে বার্তা দিলো চীন

নিউ ইয়র্ক ঃ আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন চীন সফর করছেন রোববার থেকে। আশা করা হচ্ছে যে, এ সফর বিশ্বের এই দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে বরফ গলাতে সহায়তা করবে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে চীন সফরে যাওয়ার কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ব্লিঙ্কেনের। কিন্তু সেসময় যুক্তরাষ্ট্র চীনের সন্দেহভাজন একটি গুপ্তচর বেলুন ভূপাতিত করার পর সেটি পিছিয়ে দেয়া হয়। গত পাঁচ বছরে এটাই কোন মার্কিন শীর্ষ কূটনীতিকের প্রথম চীন সফর। এরই মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ইয়ের সাথে বৈঠক শেষ করেছেন। অন্যান্য আরো নানা ইস্যু থাকলেও সম্প্রতি মার্কিন চীন সম্পর্ক খারাপ হয়েছে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য দ্বন্দ্ব, মানবাধিকার এবং তাইওয়ান ইস্যু নিয়ে উত্তেজনার কারণে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ইয়ের সাথে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের বৈঠক নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক ঘণ্টা বেশি স্থায়ী হয়। চীনের শীর্ষ কুটনীতিক ওয়াং ই বলেছেন, চীন আমেরিকার বর্তমান সম্পর্কের পেছনে মূল কারণ হচ্ছে তার দেশ নিয়ে যুক্তারষ্ট্রের 'ভুল ধারণা'। বৈঠকের পর চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ওয়াং ই মি. ব্লিঙ্কেনকে বলেছেন, তাইওয়ান নিয়ে 'সমঝোতার কোন সুযোগ নেই'। তিনি আরো দাবি করেছেন যে, আমেরিকা যাতে চীনের উপর থেকে একতরফা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। সেই সাথে আমেরিকা যাতে চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ওপর 'দমন চেষ্টা' বন্ধ করে এবং চীনের

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে, সে আহ্বান জানান মি. ই। তিনি বলেন, 'সংলাপ বা দ্বন্দ্ব' এবং 'সহযোগিতা ও সংঘর্ষে'র মধ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন একটি বেছে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ব্লিঙ্কেন বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের অবাধ চ্যানেলের চালুর মাধ্যমে 'দায়িত্বশীল প্রতিযোগিতা বজায়' রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, যাতে প্রতিযোগিতা দ্বন্দ্বে পরিণত না হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মি. ব্লিঙ্কেন জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমেরিকার স্বার্থ এবং মূল্যবোধের পক্ষে তিনি কূটনীতি চালিয়ে যাবেন। এছাড়া যৌথ উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা করেছেন তারা। বৈঠককে 'খোলামেলা ও ফলপ্রসূ' ছিল উল্লেখ করে মিলার বলেন, দুই কূটনীতিকই দ্বিপক্ষীয় এবং বৈশ্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে তাইওয়ান ইস্যু। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং রোববার বলেন, এই দ্বীপটি চীনের 'মূল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট' এবং মার্কিন চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি 'অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু'। চীন গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ব শাসিত তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ মনে করে এবং এর নিয়ন্ত্রণ নিতে শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয় না। আর এখন যেখানে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে সমর্থন দিচ্ছে, তখন চীন একে তাদের দীর্ঘদিনের 'এক চীন নীতি'র বিরোধী হিসেবে দেখছে। এই নীতিটি হচ্ছে চীনের অবস্থানকে কূটনীতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া যে, চীনের সরকার শুধুমাত্র একটি আর সেটি বেইজিংয়ে অবস্থিত। এ নীতির আওতায়, চীন তাইওয়ান ইস্যুতে অন্য দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বা সম্পর্ক রাখা একেবারেই সমর্থন করে না। চীন আরো চায় আমেরিকা তাইওয়ানের পরিবর্তে সরাসরি বেইজিংয়ের সাথে আনুষ্ঠানিক কূটনীতিক সম্পর্ক বজায় রাখে, এবং তাইওয়ানকে চীনের একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রদেশ হিসেবে দেখে ‑ যা একদিন চীনের সাথে একীভূত হবে বলে চীন বিশ্বাস করে। এদিকে, মার্কিন নীতি বেইজিংয়ের ওই অবস্থানকে সমর্থন করে না এবং এর আওতায় ওয়াশিংটন তাইওয়ানের সাথে একটি 'শক্তিশালী অনানুষ্ঠানিক' সম্পর্ক বজার রাখে। এর মধ্যে রয়েছে দ্বীপটির কাছে অস্ত্র বিক্রি যাতে তারা নিজের প্রতিরক্ষায় সেসব ব্যবহার করতে পারে। তাইওয়ান যুক্তরাষ্ট্রের কথিত 'প্রথম দ্বীপ শৃঙ্খল' বা 'ফার্স্ট আইল্যান্ড চেইন' এর তালিকাভূক্ত দেশ, যাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিবিসির চীন সংবাদদাতা স্টিফেন ম্যাকডোনেল বলেন, দুই দেশের সরকারের মধ্যে বৈঠকগুলো সাধারণত অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক, দ্বাররুদ্ধ এবং একঘেয়ে হয়ে থাকে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় অ্যাঙ্কোরেজ শহরে যে বৈঠকটি হয়েছিল সেটি একটি ভিন্ন ছিল। বাইডেনের শাসনামলে বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রথম এ ধরণের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে, শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক কথাবার্তা হয়েছে। আলাস্কায় ওই বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতিও অবশ্য ছিল ঃ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান, চীনের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা ও পলিটব্যুরো সদস্য ইয়াং জিয়েচি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। সেখানে আমাদের দুই মহান জাতি এক সাথে কাজ করছে এরকম কোন কথাবার্তা ছিল না। বরং শুরুতেই সাইবার হামলা, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, হংকংয়ের অভিযান এবং শি জিন পিংয়ের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের মতো অভিযোগ এসেছে। ইয়াং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, তারা আমেরিকা সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করে দীর্ঘ দিন ধরে এখতিয়ার চালিয়েছে এবং অন্য দেশগুলোকে দম করেছে।

আয়ারল্যান্ডকে চমকে দিল ওমান, আরব আমিরাতকে উড়িয়ে দিল শ্রীলঙ্কা

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আইসিসির পূর্ণ সদস্য আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে চমকে দিয়েছে ওমান। বুলাওয়েতে কাশ্যপ প্রজাপতি, আকিব ইলিয়াস, অধিনায়ক জিশান মাকসুদ ও মোহাম্মদ নাদিমের ব্যাটিংয়ে ভর করে আইরিশদের দেওয়া ২৮২ রানের লক্ষ্য ১১ বল ও ৫ উইকেট বাকি থাকতেই পেরিয়ে গেছে ওমান। আইসিসির পূর্ণ সদস্য কোনো দলের বিপক্ষে ওমানের এটি প্রথম ওয়ানডে জয়, সব মিলিয়ে ২২তম। দিনের অন্য ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। সেটিও ১৭৫ রানের বিশাল ব্যবধানে। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা আয়ারল্যান্ডকে ৫১ রানের ওপেনিং জুটিতে ভালো শুরু এনে দেন পল স্টার্লিং ও অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন। তবে দুজনই ২০ পেরিয়ে থিতু হলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি। ৬৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর লোরকান টাকারকে নিয়ে ৩৮ রানের ঝোড়ো জুটি গড়েন হ্যারি টেক্টর। টাকারও ভালো শুরু পান, তবে ১৮ বলে ২৬ রান করেই থামতে হয় তাঁকে।

আয়ারল্যান্ডকে এরপর টানেন জর্জ ডকরেল ও টেক্টর। ১০২ বলে ৭৯ রানের জুটি গড়েন দুজন। ৮২ বলে ৫২ রান করে টেক্টর থামলেও ডকরেল ছিলেন শেষ পর্যন্ত। গ্যারেথ ডিলানি, মার্ক অ্যাডাইর ও গ্রাহাম হিউমকে নিয়ে তিনি যোগ করেন আরও ৯৫ রান। ৮৯ বলে ৯১ রানের ইনিংসে ডকরেল ৭টি চারের সঙ্গে মারেন ২টি ছক্কা।

রান তাড়ায় ওমানের শুরুটা ভালো ছিল না মোটেও, চতুর্থ ওভারে ৯ রান তুলতে ওপেনার যতীন্দর সিংকে হারায় তারা। তবে এরপর উইকেটের অপেক্ষা বাড়ে আইরিশদের। প্রজাপতি, আকিবের পর ফিফটি পান জিশান, ৪৬ রানে অপরাজিত ছিলেন নাদিম। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ উইকেট জুটির প্রতিটিতে অন্তত ৫০ রান তোলে ওমান, জয়ের পথটাও মসৃণ হয় তাতেই। ৪৫তম ওভারে পঞ্চম উইকেট পড়লেও শেষ ৩০ বলে ওমানের প্রয়োজন ছিল মাত্র ২২ রান। সে সমীকরণ তাড়া করতে গিয়ে পা হড়কায়নি তারা। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হন অধিনায়ক জিশান, ফিফটি করার আগে ১টি উইকেটও নেন তিনি।

ভারতে হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে বাছাইপর্বের ফাইনালে অন্তত উঠতে হবে। সেখানে প্রথম ম্যাচে ওমানের কাছে হেরে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ডি বলবার্নি, 'আমাদের মনে হয়েছিল ভালো রানই তুলেছি। ওয়ানডে ম্যাচে ২৮০ রানের স্কোর তো বেশ ভালো। তবে তাদের বিপক্ষে বোলিং করা মাঝেমধ্যে কঠিন হয়ে উঠছিল। তবে আমরা ম্যাচেই ছিলাম।'

বুলাওয়েতে অন্য ম্যাচে টুর্নামেন্টের আরেক ফেবারিট শ্রীলঙ্কার শুরুটা হয়েছে দারুণ। আরব আমিরাত টসে জিতে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিল তাদের। শ্রীলঙ্কা ইনিংসে কেউ সেঞ্চুরি পাননি, তবে ৫০ ওভার শেষে তাদের স্কোর ছিল ৬ উইকেটে ৩৫৫ রান। শ্রীলঙ্কার প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের মধ্যে সর্বনিম্ন স্কোর ছিল ৪৮ রানের। চারিত আসালাঙ্কা সে ইনিংস খেলেন মাত্র ২৩ বলে। কুশল মেন্ডিস করেন সর্বোচ্চ ৭৮ রান, সাদিরা সামারাবিক্রমা করেন ৭৩ রান। শেষ ১০ ওভারে শ্রীলঙ্কা তোলে ১০৮ রান, শেষ দিকে আসালাঙ্কার সঙ্গে ১২ বলে ২৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাও।

ক্রেগ আরভিন ও শন উইলিয়ামসের সেঞ্চুরিতে নেপালকে সহজেই হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে সেই হাসারাঙ্গাকে সামলাতে এরপর হিমশিম খেতে হয়েছে আরব আমিরাতকে। এই লেগ স্পিনার নেন ২৪ রানে ৬ উইকেট, যেটি তাঁর ক্যারিয়ার সেরা বোলিং। আরব আমিরাতের স্কোর একসময় ১৬ ওভার শেষেও ছিল ১ উইকেটে ৮২ রান। ১৭তম ওভারের প্রথম বলে নিজের প্রথম উইকেটটি নেন হাসারাঙ্গা। ৩৯তম ওভারের মধ্যেই ১৮০ রানে গুটিয়ে যায় আরব আমিরাত।

মেসিবিহীন আর্জেন্টিনাকে জিতিয়েছে পারেদেস রোমেরোর গোল

আর্জেন্টিনা ঃ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বশেষ লিওনেল মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। সেদিনের পর গত প্রায় ১৬ মাসে জাতীয় দলের আর কোনো ম্যাচে বাইরে থাকেননি আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মাঝের সময়টাতে আর্জেন্টিনা দলের হয়ে নতুন ইতিহাস লিখেছেন মেসি। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছে তাঁর নেতৃত্বেই।

তাই মেসিকে ছাড়া আর্জেন্টিনাকে খেলতে দেখাটা সমর্থকদের জন্য একটু অন্য রকম অভিজ্ঞতাই ছিল। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দলের সঙ্গে ১৪৯তম দলের খেলা। মেসি না খেললেও 'পুচকে' ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আর্জেন্টিনায় জয় নিয়ে হয়তো কারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু একটা বিষয় তো দেখার ছিলই মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার জয়ের নায়ক কে হবেন!

মেসিবিহীন আর্জেন্টিনাকে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জেতাতে গোল করেছেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। জাকার্তায় আজ প্রথমার্ধে গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন পারেদেস। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোমেরো।

মেসি না থাকলেও ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা শুরু থেকেই খেলেছে আগ্রাসী ফুটবল। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রথম থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে পাসিং ফুটবলেই স্বাগতিকদের চাপে রেখে গোল আদায়ের চেষ্টা করে তারা। কিন্তু অতিথিদের আক্রমণ ঠেকানোর প্রস্তুতিটা বেশ ভালোভাবেই নিয়ে রেখেছিল ইন্দোনেশিয়া। রক্ষণে দারুণ এক দেয়াল গড়ে তোলে তারা।

প্রেসিং করে দ্রুত বল কেড়ে নিয়ে আর্জেন্টিনাকে থিতু হতে দিচ্ছিল না ইন্দোনেশিয়া। স্বাগতিকদের কার্যকর রক্ষণ কৌশলের কারণে আক্রমণে গিয়েও গোল পাওয়া হচ্ছিল না আর্জেন্টিনার। কয়েকবার অবশ্য বেশ কাছাকাছি গিয়েও গোলবঞ্চিত থাকতে হয়েছে লিওনেল স্কালোনির দলকে। ২৫ মিনিটে নিজেদের ডি-কক্সে ইন্দোনেশিয়ার এক খেলোয়াড়ের হাতে বল লাগায় পেনাল্টির দাবি জানায় আর্জেন্টিনা। সেই আবেদনে অবশ্য সাড়া দেননি রেফারি। ২৯ মিনিট পর্যন্ত গোলহীন থাকতে হয় আর্জেন্টিনাকে! গোলরক্ষককে কাটিয়ে ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তে শট নিলেও ইন্দোনেশিয়ার রক্ষণ আটকে দেয় আটকে দেয় সেই প্রচেষ্টা। ফিরতি শটে ফের নিরাশ হতে হয় হুলিয়ান আলভারেজকেও। কর্নারের বিনিময়ে সে যাত্রায় রক্ষা পায় ইন্দোনেশিয়া।

৩৮ মিনিটে আর ভুল হয়নি পারেদেসের। ডি-বক্সের বেশ বাইরে থেকে তাঁর বুলেট গতির শট ইন্দোনেশিয়ার গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে জালে জড়ায়। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল ইন্দোনেশিয়া। ইভার জেনেরের শট দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দলকে সে যাত্রায় রক্ষা করেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা। প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনার দখলে বল ছিল ৭৮ শতাংশ। আর সব মিলিয়ে তারা শট নেয় ১০টি, যার ৪টি ছিল লক্ষ্যে।

বিরতির পরও যথারীতি আর্জেন্টিনার দাপট ছিল স্পষ্ট। এ সময়ও বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে বারবার আক্রমণে যেতে চাচ্ছিল তারা। তবে ৫২ মিনিটে গোল প্রায় হজম করেই ফেলেছিল ইন্দোনেশিয়া। ফ্রি-কিক থেকে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরার চেষ্টা ফের রুখে দেন মার্তিনেজ। ৫৫ মিনিটে আর্জেন্টিনার ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোমেরো। কর্নার থেকে আসা বলকে হেডে জালের ঠিকানা দেখান এই মিডফিল্ডার। হেরে গেলেও ম্যাচজুড়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রচেষ্টা ছিল দেখার মতো। রক্ষণ ও আক্রমণ দুই জায়গাতেই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে তারা। তবে শক্তি, সামর্থ্য আর অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকা আর্জেন্টিনার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠেনি তারা। মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের স্বাদ নিয়েই। এর আগে এশিয়া সফরের অন্য প্রীতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা।

মেসির অবসর নেওয়ার সেই বেদনা এখন মধুর উপলব্ধি

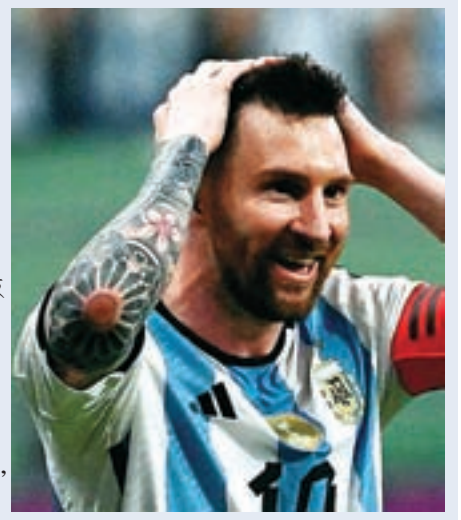

চিলি ঃ আর্জেন্টিনার কাতার বিশ্বকাপ জয়ের ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে গতকাল। এ নিয়ে অ্যাডিডাসের মিনি ডকুমেন্টারিতে কথা বলেছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন তারকা জানিয়েছেন, পেছন ফিরে তাকালে অতীতের ব্যর্থতাগুলোর জন্য এখন আর তাঁর মন খারাপ হয় না। বিশ্বকাপ জেতায় মেসির সব অতীত ব্যর্থতার অনুভূতিগুলোও পাল্টে গেছে। সেসব দিনের কথা ভেবে এখন বরং আনন্দই লাগে তাঁর। ২০১৬ কোপা আমেরিকা ফাইনালে চিলির কাছে হারের পর আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন মেসি। তার আগে আর্জেন্টিনাকে ২০১৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। পরের বছর হেরেছিলেন কোপা আমেরিকা ফাইনালেও, সেই চিলির কাছেই। ২০০৫ সালে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে অভিষেক মেসির। অমিত প্রতিভা নিয়ে আসায় তাঁর হাত ধরে বিশ্বকাপ জিতবে আর্জেন্টিনা, এমন আশা করেছিলেন সমর্থকেরা। ২০০৬ কিংবা ২০১০ বিশ্বকাপে তা হয়নি। ২০১৪ বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠেও হলো না! এরপর টানা দুই কোপা আমেরিকার ফাইনালে হারের হতাশায় জাতীয় দল ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন মেসি। ২০১৮ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব দিয়ে ফিরেও আসেন। এরপরই জাতীয় দলের হয়ে যেন তাঁর ক্যারিয়ারের 'দ্বিতীয় অধ্যায়' শুরু হলো! কিন্তু শুরুটা হয়েছিল হতাশায়। ২০১৮ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ফ্রান্সের কাছে হেরে বিদায় নেয় আর্জেন্টিনা। তবে দেশের হয়ে বড় কিছু জেতার ইচ্ছায় হাল ছাড়েননি মেসি। এরই সুবাদে ২০২১ সালে জেতেন কোপা আমেরিকা, জাতীয় দলের হয়ে তাঁর প্রথম ট্রফি। পরের বছর আর্জেন্টিনার হয়ে জেতেন মহাকাঙ্ক্ষিত বিশ্বকাপ ট্রফিও। ক্লাব ফুটবলে প্রায় সবকিছুই জিতে নেওয়া সাতবারের এই ব্যালন ডি'অরজয়ী ফুটবলারের ক্যারিয়ারে অপূর্ণতা বলে কিছু নেই। সে জন্যই বিইন স্পোর্টসকে মেসি বলেছেন, 'ফুটবলে আমি সবকিছুই জিতেছি। কোনো কিছু বাকি নেই।' কিন্তু সবকিছু জিতে নেওয়ার পর মেসি যখন পেছন ফিরে তাকান, তখন কেমন লাগে? সেই যে হতাশামাখা দিনগুলো, যখন জাতীয় দলকে কিছু জেতানোর চেষ্টা করেও পারছিলেন না সেসব দিনের কথা এখন ভেবে তাঁর কেমন লাগে? অ্যাডিডাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি এ নিয়ে প্রথমেই বলেছেন, 'জাতীয় দলের হয়ে খেলা আমার কাছে সব সময়ই খুব গর্বের ব্যাপার। তবে বাজে সময়ও এসেছে। এমনকি আমি এটাও বলেছিলাম, জাতীয় দলে আর খেলব না। তখন মনের মধ্যে অনেক সন্দেহ দানা বেঁধেছিল।'

এরপর বিষয়টি মেসি ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, 'এখন এটা ভেবে আনন্দ লাগে যে একসময় যা বলেছিলাম, (অবসর ঘোষণা) তার জন্য আমি অনুতপ্ত হয়েছি এবং জাতীয় দলে ফিরে এ সবকিছু জিতেছি। বারবার ব্যর্থ হওয়ার পর অনেকবার শুনেছি, কখনো হাল ছেড়ো না। আমার মনে হয়, যে চ্যালেঞ্জ আমি নিয়েছিলাম, তার চেয়ে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ পাওলো দিবালা, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এমিলিয়নো মার্তিনেজ ও রদ্রিগো দি পলও এই মিনি ডকুমেন্টারিতে কথা বলেছেন। দিবালা, ম্যাক অ্যালিস্টার ও মার্তিনেজ জাতীয় দলে মেসির উপস্থিতি কতটা ইতিবাচক প্রভাব রাখে, সেসব নিয়ে কথা বলেছেন। মিডফিল্ডার দি পল মেসিকে নিয়ে একটু দার্শনিকসুলভ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, 'কখনো হাল ছেড়ো না'-এই কথায় উঠতি প্রজন্মকে উদ্দীপ্ত করতে মেসি সেরা উদাহরণ, 'তরুণদের জন্য এটাই সেরা উদাহরণ। নিজের স্বপ্ন পূরণে কখনো হাল ছেড়ো না। কারণ, সর্বকালের সেরাকেও (মেসি) ভুগতে হয়েছে, কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। তার সঙ্গে এসব সাফল্য ভাগ করে নেওয়াটা আনন্দের এবং আমরা সারা জীবন তা মনে রাখব।' বিশ্বকাপ জয়ের পর আর্জেন্টাইনদের উৎসব এবং তাদের এই সাফল্য এনে দেওয়া নিজের কাছে কত আনন্দের এসব নিয়েও কথা বলেছেন মেসি। মিনি ডকুমেন্টারিতে এগুলো ছিল তাঁর শেষ কথা, 'লোকজন যেভাবে রাস্তায় নেমে উদ্‌যাপন করেছে এবং সবাই সুখী ছিল...আমি আসলে তাদের এভাবে আনন্দিত করার সুযোগ কখনো হাতছাড়া করতে চাইনি। কিংবা যেন মনে না হয়, চেষ্টাটুকুও করিনি। ক্লাব ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি সবকিছু জিতেছি। জাতীয় দলের হয়ে পারছিলাম না। জানতাম, আর্জেন্টিনায় ফুটবলকে যে চোখে দেখা হয়, তাতে জাতীয় দলের হয়ে জেতাটা হবে বিশেষ কিছু। ক্যারিয়ারের এই শেষবেলায় এসে এখন সবকিছু জিতে শেষ করার ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছি।'

বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টায় জাকার্তায় প্রীতি ম্যাচে ইন্দোনেশিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচে খেলবেন না মেসি। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস এর আগে জানিয়েছিল, ছুটি কাটানোর উদ্দেশে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি খেলবেন না মেসি।

স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রা জগন্নাথদেবের এক পক্ষকালীন জ্বর থেকে নবযৌবন দর্শনের কথা

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ সমগ্র বিশ্ব যখন কোভিড মহামারী চলাকালীন কোয়ারেন্টাইন, সামাজিক দূরত্ব এবং স্ববিচ্ছিন্নতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, এইগুলি কিন্তু আমাদের নিজেদের ধর্মাচরণে, রোজকার জীবনে বহু শতাব্দী ধরে আমাদেরই সংস্কৃতি এবং আচার অনুষ্ঠানের একটি অংশ।সন্তান জন্মাবার পরে আনন্দাশৌচ বা মৃত্যুর পরবর্তীতে পরিবাবের শোক অশৌচ নিয়ম পালন ও সামাজিক দূরত্ব পালন তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু ধর্মাচরণে? হ্যাঁ - সঠিক শুনছেন, পড়ছেন।জানেন কি গত এক পক্ষকাল ধরে শ্রী জগন্নাথের দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না! বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৫০ দিন ই কেবল মহাপ্রভুর দর্শনলাভ সম্ভব। স্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রার আগে অবধি জগন্নাথদেবের ভ্রাতা বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে জ্বরে আক্রান্ত হন। কি হয় এই সময়? আসুন জেনে নিই বিস্তারিত।

দেবস্নান পূর্ণিমায় স্নান উৎসবের সময় মন্দিরের দেবতারা গ্রীষ্মের তাপের মোকাবেলায় ১০৮টি ঘড়া ঠান্ডা জল দিয়ে স্নান করেন। এই রাজকীয় স্নান অনুষ্ঠানের পরে তিন দেবতা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তারা ১৫ দিনের জন্য জনসাধারণের দর্শন থেকে দূরে থাকেন। এই সময়কাল 'অনসর' বা 'অনাবসার' সময়কাল হিসাবে পরিচিত হয়, যা জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমায় শুরু এবং আষাঢ় অমাবস্যার সাথে শেষ হয়। এই দিনগুলিতে দেবতারা জনসাধারণের দর্শন দেন না । এই ১৫ দিন জগন্নাথ মন্দিরের দেবমন্দিরের গর্ভগৃহে মূল মূর্তির পরিবর্তে তিন দেবদেবীর পট্টচিত্র রাখা হয়। এই সময় রত্নবেদী বা রত্নসিংহাসনে পটচিত্রের উপর তিন দেবদেবীকে চিত্রিত করে উপস্থাপন করা হয়। এই বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী পট্টচিত্রের নামই হল অনসর বা অনবসর পট্ট। আর স্নানযাত্রার পরবর্তী পনেরো দিন যখন দেবমন্দিরে দারুব্রহ্ম লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। অনসর সময়কালে মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারসিংহদ্বারের ডানদিকে ভগবান জগন্নাথের পূজিত প্রতিনিধি মূর্তি পতিতাপবনের দরজাও বন্ধ থাকে। তিনটি প্রধান পট্ট চিত্রের পাশাপাশি, আরেকটি ছোট অনসর পট্টও পতিতাপবনের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং জনসাধারণের দেখার জন্য দরজার সামনে রাখা হয়।

মূল মন্দিরের পোখরিয়া বা গর্ভগৃহ বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পট্টিদিয়ান(তিন দেবতার পট্টচিত্র - বলভদ্রের জন্য বাসুদেব, সুভদ্রার জন্য ভুবনেশ্বরী এবং জগন্নাথের জন্য নারায়ণ) ঘন্টা, কাহালি এবং চট্ট সহ চিত্রকরদের বাড়ি থেকে আনা হয়। মন্দিরের মহাজনরা বলভদ্রের জন্য দোলগোবিন্দ, রাম ও নৃসিংহ, সুভদ্রার জন্য শ্রীদেবী ও ভূদেবী এবং জগন্নাথের জন্য মদন মোহন ও কৃষ্ণ নিয়ে আসেন। তিনটি পট্টিদিয়ান সহ সাতটি দেবতাকে দশাবতার ঠাকুর বলা হয়। এই দশটি দেবতাকে একটি খাটের উপর স্থাপন করা হয় যার উপর পঞ্চামৃত দিয়ে তাদের মহাস্নান হয় এবং দশজন দেবতাকে বল্লভ ভোগ নিবেদন করা হয়। অনসার স্থলে বাঁধা থাকে বাসুদেব, নারায়ণ ও ভুবনেশ্বরীর পট্টচিত্র।

জ্যেষ্ঠ অমাবস্যায় শুরু হয় অনসর অনসর পট্টের প্রস্তুতি। এই দিনে, মন্দির চিত্রকররা জগন্নাথ মন্দির প্রশাসনের কাছ থেকে অনসর পট্টবা ক্যানভাস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য কাপড়ের টুকরো গ্রহণ করেন। প্রধান শিল্পীর নির্দেশনায় ১০ থেকে ১৫ জন শিল্পীর একটি দল শ্রী অনন্ত নারায়ণ, শ্রী অনন্ত বাসুদেব এবং দেবী ভুবনেশ্বরীর ছবি আঁকার কাজ করে। তিনটি চিত্রকর্ম তিন দেবতার প্রতিনিধিত্ব করেন। শ্রী অনন্ত নারায়ণ ভগবান জগন্নাথের, শ্রী অনন্ত বাসুদেব হলেন ভগবান বলভদ্রের এবং দেবী ভুবনেশ্বরী দেবী সুভদ্রার প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রতিটি পট্টচিত্রগুলি সাড়েফিট লম্বা এবং চারফিট চওড়া একটি কাপড়ে তৈরি করা হয়। অনবসারপট্ট শেষ করতে ১৫ দিন সময় লাগে।

পট্ট প্রস্তুতির সমাপ্তি হলে, শ্রীমন্দির থেকে সেবায়েতরা একটি আজ্ঞা মালা নিয়ে প্রধান শিল্পীর বাড়িতে আসেন। প্রথা অনুসারে, তার বাড়িতে বিশেষ পূজা করা হয় এবং পূজার পরে অনসর পট্ট পাকানো হয় এবং এক টুকরো কাপড় দিয়ে বেঁধে তারপর চিত্রকর এবং মন্দিরের পুরোহিতরা স্তোত্র, ভজন,কীর্তন, মৃদঙ্গ, ঘন্টা ইত্যাদিসহকারে একটি আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা শ্রীমন্দিরে নিয়ে যান। আদি দেবতাদের সামনে একটি তাতি (বাঁশের তৈরি অস্থায়ী বিভাজন প্রাচীর) তৈরি করা হয় এবং এই তাতির উপরে তিনদেবতার প্রতিনিধি হিসাবে তিনটি পট্টচিত্র স্থাপন করা হয়।এটি অনসার গুমটি এবং নিরোধগৃহ নামেও পরিচিত, যা কিনা আধুনিক হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডের মতো একটি আলাদা চেম্বার। এইখানে কেবলমাত্রদৈতপতি সেবকদেরজন্য একটি ছোট প্রবেশদ্বার থাকে এবং এই প্রবেশদ্বার দিয়ে জনসাধারণের এবং এমনকি অন্যান্য সেবাদাতাদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এই তিনটি পট্টচিত্র(পেইন্টিং) তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সহ ভগবান নারায়ণ, বাসুদেব এবং ভুবনেশ্বরীর ঐতিহ্যবাহী রূপকে উপস্থাপন করেন। শ্রী জগন্নাথ, শ্রী বলভদ্র এবং ভুবনেশ্বরী সুভদ্রাকে কাপড়ের উপর চিত্রিত করা হয় সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় নীতি মেনে। বলভদ্র শ্বেত শুভ্র। তিনি কেশব , তিনি সদাশিব। তিনি শঙ্খ, চক্র, হল এবং মুষলধারী চতুর্ভুজ বলভদ্র, সালঙ্কার হয়ে অবস্থান করেন। সুভদ্রা কাঁচা হরিদ্রার ন্যায় সুবর্ণা। তিনি পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা। তিনি চতুর্ভুজা। তিনি দুই হস্তে দুইটি পদ্ম এবং অন্য দুই হাতে বরাভয় মুদ্রায় অবস্থান করছেন। তিনি ভুবনেশ্বরী , তিনি স্বয়ং মহামায়া। তাঁর চিত্রিত দেহ আভরণে ভূষিতা। শ্রী পুরুষোত্তম জগন্নাথ দেব পদ্মাসনে উপবিষ্ট। চতুর্ভুজ জগন্নাথ নারায়ণ তাঁর চার হস্তে শঙ্খ , চক্র ,গদা, পদ্ম ধারণ করে আছেন। তিনি পদ্মলোচন। তিনি ব্যোমনীলাভ বর্ণ। তাঁর বক্ষে অবস্থান করছে শ্রী বৎস ও কৌস্তভ মণি। তিনি বামন , তিনি রাম, তিনি কেশব কৃষ্ণ। তাঁর গলে দোদুল্যমান বনমালা হার । তিনি রাজরাজেশ্বর হয়ে সর্বাগ্রে অবস্থান করছেন।যথাবিহিত নিয়মে এই তিন দেবদেবীর সকল পূজা পদ্ধতি পটেই সম্পন্ন হয়।

সবাই বিশ্বাস করেন যে অনসর সময়কালে শ্রীক্ষেত্র পুরী থেকে প্রায় ২৫ কিমি দূরে ব্রহ্মগিরি পর্বতাসীন অলারনাথ মন্দিরে যাওয়া ভগবান জগন্নাথকে দেখার মতোই ভাল, তাই হাজার হাজার ভক্ত অলারনাথের দর্শন পেতে এই ১৫ দিন ব্রহ্মগিরিতে আসেন।

কিন্তু এই সময়কালে ভগবানের জ্বর সরিয়ে তোলা হ্য় কি করে? প্রতিহারি সেবকদের মতে, এই অনসার সময়ে প্রত্যেক দিন অসুস্থ দেবতাদের শুধুমাত্র ফল এবং জল দেওয়া হয়, ছানা পনির এবং 'দশমূল' (ভেষজ) ওষুধ মেশানো হয় যখন দৈতপতি সেবায়েতরা তাদের নিরাময়ের জন্য গোপন আচার পালন করেন।ঝুনো, কাইন্থা আঠা এবং অন্যান্য ভেষজ সহ ওষুধও দৈতপতিরা দেবতাদের কাছে নিবেদন করেন।এছাড়াও তিথি হিসেবে বিশেষ রীতি অনুষ্ঠান হয়।

বড় ওড়িয়া মঠদেবতাদের জন্য ফুলুরি তৈল প্রস্তুত করে, যা প্রতিমাগুলিতে প্রযোগে করা হয়। কেতকী, মল্লি, বাউল এবং চম্পার মতো ফুল, শিকড়, চন্দনের গুঁড়া, কর্পূর, চাল এবং শস্য দিয়ে ফুলুরি তৈলতৈরি করা হয়, যার মূল উপাদান তিলের তেল। পতঙ্গ ও পোকামাকড় থেকে রক্ষা করার জন্য অষ্টমীতে কাঠের প্রতিমায় ফুলুরি তেলা প্রযোগে করা হয়।প্রায় এক বছর ধরে রথযাত্রার পরে একটি মাটির পাত্রে এবং মাটির নীচে একটি গর্তে তেল সংরক্ষণ করা হয়।তেল মালিশের পরে, কাইন্থ আঠা (বেল গাছের) দেবতাদের উপর প্রযোগে করা হয় এবং মূর্তিগুলিকে নতুন পোশাকে ঢেকে দেওয়া হয়। যেহেতু মূর্তিগুলি কাঠের তৈরি, তাই প্রতিমাগুলিকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করে দেখা হয়।

একইভাবে, (খাদিলাগি) একাদশীতে দেবতাদের মূর্তির ওপরে খাদি (প্রাইমার) প্রযোগে করা হয়।চক বিজে নীতি তখন দশমীতে অনুষ্ঠিত হয় যখন দেবতারা পুনরায় সুস্থ বোধ করেন। এই একাদশীতেইখাদিলাগিও রক্ত বস্ত্র লাগি অনুষ্ঠান হয়।

দ্বাদশীতে রাজপ্রসাদ বিজে নীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই আচারের সময়, দৈতপতিরা ভগবান জগন্নাথের প্রথম পরিচারক গজপতি মহারাজের কাছে ভাইবোনের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যায় এবং তাদের সুস্থ হওয়ার কথা জানায়।

ত্রয়োদশীতে ঘনালাগীর অনুষ্ঠান হয়। ঘনা, যা দড়ি দিয়ে তৈরি, এই আচারের সময় দেবতাদের সাথে বাঁধা হয়, যাতে১০ থেকে১২ ঘন্টা সময় লাগে।দেবতাদের নতুন রঙে আঁকা হলে এটি বনকালাগি আচার দ্বারা অনুসরণ করা হয়।উল্লেখযোগ্যভাবে, রংগুলিতে কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না। প্রধান উপাদান হল কস্তুরী নাভি।অতি দুষ্প্রাপ্য কস্তুরী নাভি নেপাল থেকে আনা হয়। তারপরে এটি রাসায়নিকমুক্ত রঙের সাথে মিশ্রিত হয়, যা দেবতাদের মূর্তির উজ্জ্বলতা যোগ করে এবং পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে।ঐতিহ্য অনুসারে, নেপালের রাজাও ভগবান জগন্নাথের সেবক, ঠিক যেমন পুরীর গজপতি। ঘনলাগী এবং বনকালাগী আচার অনুষ্ঠানের পর, অমাবস্যায় নবযৌবন বেশে দেবতাদের সাজানো হয়। যার অর্থ হল, দেবতারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ভক্তদের কাছে তাদের পুনরুজ্জীবিত যৌবন উজ্জীবিত করতে প্রস্তুত। সব মিলিয়ে কাঠের মূর্তিগুলোর কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। 'অনসার' সময় পুরানো স্তরগুলি সরানো হয় এবং নতুনগুলির সাথে প্রতিস্থাপিত হয়।

অন্য কথায়, এটি প্রাকৃতিক সংরক্ষক সহ কাঠের মূর্তিগুলির বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ।

অমাবস্যায়নেত্রোৎসব ও নবজৌবন দর্শন ঃ ঘনলাগী এবং বনকালাগী আচার অনুষ্ঠানের পর, অমাবস্যায় নবজৌবানা বেশায় দেবতাদের সাজানো হয়। অমাবস্যার দিনে, তারা সেরা পোষাক এবং চেহারায় সজ্জিত হয়। এই দিনে, দেবতারা তাদের ভক্তদের কাছে তাদের পুনরুজ্জীবিত যৌবনকে উজ্জীবিত করার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত এবং সুস্থ। নব যৌবন দর্শনে, তিন দেবতা অনসার পিন্ডি থেকে ভক্তদের দর্শন দেন। বনকালাগী নীতিতে প্রতিমার রঙের 'নেত্রোৎসব' - রথযাত্রার একদিন আগে 'উভা অমাবস্যার' সকালে 'নেত্রোৎসব' করা হয়। এটি আরেকটি স্বতন্ত্র নীতি সংঘটিত হয় যাকে বলা হয় 'নেত্র লাগি উৎসব'। ঐতিহ্যগতভাবে প্রস্তুত কালো রঙ একটি রূপার পাত্রে আনা হয় এবং পূজা পাণ্ডারা তিন দেবতার চোখের বলয় আঁকেন। দেবতাদের চোখ যেগুলি পুনরায় আঁকা হয়েছিল তা এখনও বন্ধ বলে মনে করা হয়। 'নেত্রোমিলনম নীতি'তে চোখ খোলার আচার অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। আচারের মধ্যে রয়েছে মধুতে ডুবানো তুলসী (পবিত্র তুলসী) কাঠি দিয়ে দেবতাদের ডান চোখের স্পর্শ। অতঃপর ঘিতে ডুবানো তুলসী কাঠি দিয়ে দেবতাদের বাম চোখ স্পর্শ করা হয়। তারপরে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দেবতাদের উভয় চোখের নীচের চোখের পাতার প্রান্তে কাজল প্রযোগে করা হয়। নেত্রোমিলনম নীতির পর, ত্রয়ী তাদের সুস্থ রূপে ফিরে এসেছে এবং খোলা চোখে ভক্তদের শ্রোতা দিতে প্রস্তুত। ত্রয়ীর দৃষ্টি পুনরুদ্ধারের এই অনুষ্ঠানটি নেত্র উৎসব নামে পরিচিত।

শুক্ল প্রতিপদ - গুন্ডিচা মার্জন ঃগুন্ডিচা মার্জন (গুন্ডিচা ঘরা পরিস্কার করা) উদযাপন শ্রীচৈতন্য দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং এখনও মন্দিরের সেবক এবং পুরীর মঠের মহন্তদের একটি দল দ্বারা সঞ্চালিত হয়।ওড়িয়া মঠের মহন্ত পঞ্চামৃত নিয়ে গুন্ডিচায় যান সেখানে সিংহাসন পরিস্কার করতে। তারপর সিংহাসন চন্দন জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়।

শ্রীমন্দিরে সকাল ধূপের পরে, ফুলের মালা বা বড় অগ্নিমালা মন্দির থেকে রথে শোভাযাত্রায় শাঁখা, ঘণ্টা এবং বাদ্যযন্ত্রের সাথে নিয়ে যাওয়া হয়। মালা পরানোর পর, রথগুলিকে শ্রী নহর (রাজার প্রাসাদ) থেকে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে নিয়ে যাওয়া হয় - প্রথমে বলভদ্রের তালধ্বজ, সুভদ্রার দর্পদলন এবং তারপর জগন্নাথের নন্দীঘোষ। অন্যান্য নীতির পরে এবং বড়শৃঙ্গার ভোগ এবং ধুপের পরে, 'থিয়া পাহুদা নীতি' সংঘটিত হয় যেখানে তিন দেবতার শ্রীমুখ খাড়ুয়ার সাথে বন্ধ থাকে।

সন্ধ্যা ধুপের পর একই দিনে ৩টি কলসকে রথে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার উপরে বসানো হয়। রথ প্রতিষ্টার পর কোটসুয়ার সেবক দ্বাজকে কলসের চূড়ায় স্থাপন করেন।চাহানি মণ্ডপে পালিত রথপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রথের পবিত্রতা সম্পন্ন হয়। চাহানি মণ্ডপে একটি ৩৬টি পাপড়ির পদ্ম ফুলের আকারে একটি মণ্ডল আঁকা হয়, বরুণের পূজা করা হয়, তারপর কার্যকারী পুরোহিত সংকল্প ঘোষণা করেন, রথযাত্রা করার অভিপ্রায়। নরসিংহের পূজা করা হয় এবং ১০০৮ আহুতি সহ একটি অগ্নি বলি দেওয়া হয়। পরিশেষে বড়শৃঙ্গার সাজ এবং শয়নকাল আরতির পর, দেবতাদের আবারসেনপাট্টা (সামরিক পোশাক) এবং শুক্লা সাজে (সাদা পোশাক) পরের দিনের ভ্রমণের জন্য পরিবর্তিত করা হয়।

টুকরো খবর

'ডিপ ফেক' পর্নের শিকার মেয়েদের জীবন কীভাবে ভেঙে খানখান হচ্ছে

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ ডিপ ফেক পর্ন হচ্ছে এমন এক ধরনের পর্নোগ্রাফিক ভিডিও যাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন নারীর দেহের সাথে আরেকজন নারীর মুখ যোগ করে দেয়া হয়। এর শিকার হয়েছেন যে নারীরা তাদের নিয়ে 'মাই ব্লন্ড জিএফ' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন রোজি মরিস। ছবিটিতে এই নারীরা বর্ণনা করেছেন, এই ডিপ ফেক পর্ন কীভাবে তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। হেলেন মর্ট একজন লেখিকা। রোজি মরিসের তৈরি প্রামাণ্যচিত্র মাই ব্লন্ড জিএফ ছবিতে তিনি একজন মূল চরিত্র। একদিন তিনি ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করেন যে একটি পর্ন ওয়েবসাইটে তার 'ডিপ ফেক' ছবি বের হয়েছে।

ডিপ ফেক বা ভুয়া পর্ন হচ্ছে এমন এক ধরনের পর্নোগ্রফিক ছবি বা ভিডিও - যাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন নারীর দেহের সাথে আরেকজন নারীর মুখ যোগ করে দেয়া হয়।

হেলেনের ধারণা, তার একটি পুরোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে তার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া আরো ব্যবহৃত হয়েছে পাবলিক ডোমেইনে থাকা তার বেশ কিছু ছবি - যা পেশাদারদের তোলা। তার বয়স যখন ১৯ থেকে ৩২ - সেই সময়কালের অনেকগুলো ছবি এই ডকুমেন্টারিতে দেখাচ্ছিলেন তিনি। এতে দেখা যায়, বিয়ে এবং অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানে তার হাসিমুখের ছবি। আর কিছু ছবি আছে যা তিনি গর্ভবতী থাকার সময় তোলা। এগুলোই হচ্ছে সেই ছবি যেগুলো ডিজিটাল সম্পাদনার মাধ্যমে জুড়ে দেয়া হয়েছে অন্য কিছু নারীর ছবির সাথে।

সেই ছবিগুলো অত্যন্ত খোলামেলা এবং সহিংস যৌন ছবি।

আমার নিজের চোখে এ ছবিগুলো দেখা দরকার ছিল - প্রামাণ্যচিত্রে সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলছেন হেলেন। দর্শকদের জন্য এটি একটি অস্বস্তিকর কথোপকথনের দৃশ্য। ছবিতে দেখা যায় একজন নারী, তিনি বিছানার কিনারায় বসে আছেন। তার মুখমন্ডলটি আমার, কিন্তু মুখ আমার নয়। তিনি একটি যৌন কাজ করছেন....। তিনি বলছেন, মহিলাটির মুখের সাথে বাকি দেহের রঙের গরমিল থেকে বোঝা যায় যে এটাতে একজনের দেহে আরেকজনের মুখ জুড়ে দেয়া হয়েছে। এই মহিলাটির গায়ের চামড়ার রং আমার চেয়ে অনেক বেশি রোদে পোড়া, তবে আমার গায়ে যে উল্কি তার গায়ের উল্কিও হুবহু এক।

মহিলাটি কিছু একটা টেক্সটের দিকে তাকাচ্ছেন, - এটা হচ্ছে ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে তাকে অপমান করার আমন্ত্রণ, এবং সেই ব্যক্তিটি হচ্ছি আমি। ওই টেক্সট বার্তায় হেলেনকে বর্ণনা করা হচ্ছে মাই ব্লনড্ জিএফ - যার অর্থ আমার সোনালি চুলের প্রেমিকা। রোজি মরিস এ কথাটি থেকেই তার প্রামাণ্যচিত্রের নাম দিয়েছেন।

রোজি মরিস তার ছবিতে এটা তুলে ধরতে চেয়েছেন যে এই ডিপফেক ছবিগুলো হেলেনের মনে কত গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে - যার মধ্যে আছে দুঃস্বপ্ন ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়া।

হেলেন বলছেন, তার প্রায়ই মনে হয় যে রাস্তার লোকজন বোধহয় তার এই গোপন ঘটনার কথা জেনে গেছে।

মনে হয়, রাস্তার লোকজন বুঝি ওই ছবিগুলোর কথা জেনে গেছে, তারা আমার এই ভয়াবহ গোপন ঘটনাটি জেনে গেছে। হঠাৎ করেই ওই ঘটনাটি আমার জীবনের এক ভয়াবহ গোপন ঘটনা বলে মনে হতো লাগলো।

তবে এ নিয়ে হেলেন যে এই প্রথম কথা বললেন - তা নয়। তা ছাড়া ডিপ ফেক পর্ন নিয়ে এর মধ্যে আরো কিছু প্রামাণ্যচিত্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু মরিসের ছবিটি কী কারণে আলাদা?

আমার ছবিটিতে - এর জন্য দায়ী ব্যক্তিটির ব্যাপারে কোন মনোযোগ দেয়া হয়নি। যে লোকটি এ কাজ করেছে, তার মাথায় কী কাজ করেছিল সেদিকে আমার কোন আগ্রহই ছিল না - বলছেন পরিচালক রোজি মরিস । আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল - আমি চেয়েছিলাম যেন আপনি এ গল্পের প্রতিটি পর্বে হেলেনের পাশে থাকেন। তিনি বলছেন, হেলেনের সাথে দেখা হবার পরই তিনি উপলব্ধি করেন যে একজনের সাথে কোন বাস্তব যোগাযোগ না থাকলেও তার ওপর যৌন নিগ্রহ চালানো সম্ভব। এটাই আমাকে এ ছবি করতে উজ্জীবিত করেছে এবং এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি হতবাক করেছে। ডিপফেক ছবির শিকার হওয়া কারো যে 'ট্রমা' বা মানসিক আঘাতের অভিজ্ঞতা হয় তা খুবই বাস্তব। ইমেজভিত্তিক যৌন অত্যাচারের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ডারাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লেয়ার ম্যাকগ্লিন। তিনি বিবিসিকে বলছেন, এর প্রভাব জীবনকে বিপর্যস্ত এবং ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। অনেক ভিক্টিমের একারণে সামাজিক বিভাজন ঘটে যায়। তাদের জীবন ওই ঘটনার 'আগে' ও 'পরে' - এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে - পেশাগত, ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত বা সার্বিকভাবে ভালো থাকা না থাকা - সবকিছুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ছবিতে হেলেন বলেন, আমার মনে হতো যেন ওই ছবিগুলো আসল , যারা তাদের নিজের ছবিকে ওই ধরনের পরিবর্তন করা অবস্থায় দেখেনি - তাদেরকে এটা বোঝানো খুব কঠিন। তারা সরাসরি আমাকে কিছু করেনি, কিন্তু এইসব ছবিগুলোকে আমার মাথায় গেঁথে দিয়েছে। আমি ওগুলোকে আর আমার 'না দেখা' বানাতে পারছি না। এমনকি যে ছবিতে কোন পরিবর্তন করা হয়নি - সেটার দিকেও আমি আর আগের মত করে তাকাতে পারছিনা। মরিস বলছেন, হেলেন ওই ছবিগুলো দিয়ে যেন সংক্রমিত হয়ে গেছেন। একটা ছবিকে সেই ছবি তোলার মুহূর্তটির স্মৃতি থেকে আলাদা করা যায় না। সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার হলো, হেলেনের ক্ষেত্রে সেই স্মৃতিগুলো বদলে দেয়া হয়েছে। ছবিগুলোতে কতগুলো মিথ্যে স্মৃতি বসিয়ে দিয়ে সেই মিথ্যেগুলোকে তার মনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে তার যে মানসিক আঘাত - তা আসলেই পরিমাপ করা যায় না। এটা হচ্ছে মানসিকভাবে আক্রমণের শিকার হবার মতো একটা অভিজ্ঞতা।

কেন্ট ল' স্কুলের অধ্যাপক এরিকা র‍্যাকলি বিবিসিকে বলছেন, কয়েক বছর আগে তিনি এবং তার কিছু সহকর্মী এরকম ইমেজভিত্তিক যৌন অত্যাচারের শিকার হওয়া কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। একজন মন্তব্য করেছিল যে মিথ্যে হলেও এটা তারই ছবি এবং সে কারণেই এটা নিগ্রহ - বলেন তিনি। ডিপফেকের ওপর নজরদারি করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেন্সিটি এআই। তারা বলছেন, তাদের গবেষণায় দেখা যায় ৯৬ ডিপফেক যৌন ছবিই সম্মতির ভিত্তিতে নেয়া হয়নি, এবং এর শিকারদের ৯৯ই নারী। অধ্যাপক ম্যাকগ্লিন বলছেন, মেয়েদের এই নিগ্রহের শিকার হবার সম্ভাবনাই বেশি , এবং এগুলো করে থাকে প্রধানত পুরুষরাই । নারীর বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধকে গুরুত্বের সাথে নেবার রেকর্ড সমাজের নেই, এবং অনলাইন অপরাধকে প্রায়ই তুচ্ছ বা সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করা হয়।

হেলেন আরো বলছিলেন, এই ছবিগুলো কে তৈরি করেছে তা জানতে না পারার অকল্পনীয় দুশ্চিন্তার কথা। ওই ছবিগুলোর প্রতিটিতেই আমার চোখ সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যে এই ছবিগুলো তৈরি করেছে তার কোন মুখ নেই। পুলিশ যে এ ব্যাপারে কিছু করতে অক্ষম সেটা জেনে তিনি আরো বেশি আতংকিত হয়েছিলেন। পুলিশ তাকে বলেছিল, তারা কিছু করতে পারবে না কারণ এখানে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের আইনে ডিপফেক ছবি তৈরি করাটা বেআইনি নয়, তবে স্কটল্যান্ডের আইনে পুলিশ এর তদন্ত করতে পারে। তবে ব্রিটেনে একটি অনলাইন নিরাপত্তা আইনের খসড়া এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে - যাতে সম্মতিসূচক নয় এমন ডিপফেক ছবিক তৈরি করাকে বেআইনি করা হবে। রোজি মরিস বলছেন, এ ছবিটি দিয়ে তিনি কিছু প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন এবং তিনি মনে করেন এ বিষয়টির দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
20:06:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ঋণের সুদহারের সীমা তুলে দিয়ে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের মুদ্রানীতিতে বড় পরিবর্তন এনে ২০২৩২০২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের জন্য সাংকোচনমূলক নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেখানে ঋণের সুদের হার, রিজার্ভ গণনার পদ্ধতি, মুদ্রা সরবরাহ নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। রবিবার দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আগামী ছয় মাসের জন্য এই মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। তিনি বলেন, এবার মুদ্রানীতিতে চারটি বিষয় এনেছি। আগের মুদ্রানীতিগুলোর তুলনায় চারটি মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে সংস্কার করার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল যেসব পরামর্শ দিয়েছে, তার অনেক ছাপ উঠে এসেছে এবারের মুদ্রানীতিতে। জুলাই মাস থেকে এই নতুন মুদ্রানীতি কার্যকর হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসব পদক্ষেপ নিয়েছে এমন এক সময়ে যখন বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছে। মে মাসে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল নয় দশমিক ১৪ শতাংশ (৯.১৪)। সাধারণত বাজারে টাকার সরবরাহ বাড়িয়ে বা কমিয়ে বাজারে টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু এবার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এবার থেকে এরকম মুদ্রা সরবরাহ নীতির বদলে সুদহার ভিত্তিক নীতি নেয়া হবে। অর্থাৎ সুদের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে বাজারে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

আজ ঠাকুর বড়দাণ্ড দিয়ে শ্রীমন্দির থেকে শ্রীগুণ্ডিচা যাবেন

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর (এজেন্সী) ঃ ১৯শে জুনের ছবি শ্রীমন্দির থেকে

আজ পবিত্র রথযাত্রা । আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে দেশবিদেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় এই রথযাত্রা উৎসব। মূল উৎসব উৎকল ভূমির পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্র পুরীতে।এই বছরেও আনুমানিক দশ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীরভক্তসমাগম হয়ে জনসমুদ্রে পরিণত শ্রীমন্দির সংলগ্ন বড়দাণ্ড (গ্রান্ড রোড)। জগন্নাথদেব, সুভদ্রা এবং বলরামকে চাক্ষুস করে রথের রশিতে টান দিতে দেশবিদেশ থেকে ভক্তরা ছুটে এসেছেন এই শ্রীক্ষেত্রে। এই রথযাত্রা ঘিরে রয়েছে নানা কাহিনী।

কবে শুরু হয়েছিল রথযাত্রা? মূল মান্যতা দেওয়া হয় ওড়িশার প্রাচীন পুঁথি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'কে। এই গ্রন্থ অনুযায়ী, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নর আমলে জগন্নাথদেব, বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি তৈরি হয়। সেই সময়েই রথযাত্রাও চালু হয়।

আবার অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, রথযাত্রার ইতিহাস আলাদা। ১০৭৮ সালে তৈরি হয়েছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দির। ১১৭৪ সালে মেরামতি করানোর হয়। তার পরেই নাকি তা বর্তমান জগন্নাথ মন্দিরের চেহারা নেয়। এর পরে রথযাত্রার সূচনা হয়।

রথযাত্রার একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও রয়েছে - যার কথাউপনিষদেগভীরভাবেব্যাখ্যা করাহয়েছে।এটিমানবদেহকেরথি হসাবেএবংএরসারথিকে (চালক) ভগবান হিসাবে বর্ণনা করে, যিনি ভবসাগরের (বস্তুগত অস্তিত্ব) থেকে বের করার জন্য রথকে চালিত করেন।

সকলেরই বিশ্বাস, রথযাত্রার দিন যদি রথের দড়ি ছোঁয়া যায়, তাহলে তাতে ১০০ যজ্ঞের সমান পূণ্য লাভ হয়।মনে করা হয়, রথযাত্রায় যাঁরা অংশ নেন, তাঁদের মোক্ষ লাভ হয়।

রথযাত্রার পিছনে পুরাণ কাহিনিও জেনে রাখতে পারেন। পুরাণ অনুযায়ী, একবার সুভদ্রা কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে অনুরোধ করেন, তাঁকে দ্বারকা নগর দেখানোর জন্য। তখন দুই ভাই ও বোন রথে করে নগর পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। নগরের শেষে গুন্ডিচায় তাঁদের মাসির বাড়ি। এখানে সাত দিন থাকেন তাঁরা।এর পরে আবার যাত্রা পূর্ণ করে পুরী ফিরে আসেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। সেই দিনটি বহুদা যাত্রা (উলটো রথ) হিসাবে পালন করা হয়।

প্রতিবছর জ্যেষ্ঠ পুর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রার পরে ভগবানত্রয় এক পক্ষকাল অনসরে থাকেন, তাঁদের জ্বর হয়। ১৫ দিন ভক্তদের দর্শন দেন না, রাজবৈদ্য ও দৈতপতি সেবায়েতদের শুশ্রূষায়, বিশেষ খাদ্য ও আয়ুর্বেদিক পথ্য সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। স্নানযাত্রার পর আষাঢ়ের অমাবস্যায় হয় প্রভুর নবযৌবন বেশ ও নেত্র উৎসব -খুব সুন্দর করে ভগবানের নেত্র দান করা হয় এই নেত্র দানের মাধ্যমে ভগবান যেমন তার ভক্তদের অনিমেষ নয়নে কৃপা দৃষ্টিতে পুনরায় দেখেন তেমনি এক পক্ষকাল ভগবানকে দেখতে না পাওয়ার বিরহ কাটিয়ে পুনরায় ভগবানকে এই দিন দর্শন করেন ভক্তরা

আজ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শুরু রথযাত্রাউৎসব। প্রচলিত আছে প্রভু জগন্নাথের হাওয়া বদল হেতু এই যাত্রা ।কারণএর আগের এক পক্ষকাল ভগবান অনসরে থাকেন, তাঁর তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হন,কাউকে দর্শণ দেন না। যে কারণে মন্দিরের মূলদ্বারও রথযাত্রারবন্ধ করে দেওয়া হয় ।কিন্তুপ্রতি বছরই জগন্নাথ মাসির বাড়ি যাবেন না বলে গোঁ ধরেন। তাই প্রভুর স্বাথ্যের কথা ভেবেই হাজার হাজার ভক্ত রথের দড়ি ধরে টানতে থাকে এবং ধীরে ধীরে চলতে থাকে রথ মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে।

তিনটি আলাদা আলাদা রথে যাত্রা করেন জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রা। প্রতিটি রথে থাকে ৯ জন করে পার্শ্বদেবতা। চারটি করে ঘোড়া এবং সারথি।।অক্ষয় তৃতীয়া থেকেই রথ নির্মাণ করা শুরু হয়।

জগন্নাথের রথের নাম নন্দীঘোষ - যার অর্থ কোলাহলপূর্ণ এবং আনন্দময় ধ্বনি। পতাকায় কপিরাজ হনুমানের মূর্তি আঁকা রয়েছে তাই এই রথের আর একটি নাম কপিধ্বজ গরুড়ধ্বজ। ৪৪.২ ফুট উচ্চ এবং ৩৪ ফিট ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ৩৪ ফিট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ সম্পন্ন রথে থাকে রথে থাকে ১৬টি চাকা, রথে ব্যবহৃত কাঠের টুকরোর মোট সংখ্যা ৮৩২।জগন্নাথের রথে থাকে চারটি সাদা রংয়ের ঘোড়া ।এদের নাম যথাক্রমে শঙ্খ, বহুক, শ্বেত, হরিদাশ্ব। সারথিরনাম দারুক । টানা দড়ির নাম শঙ্খচূড় নাগিনী। রথটির আবরণের রঙ লাল হলুদ। পতাকার নাম ত্রৈলোক্যমোহিনী। রথের অভিভাবক গরুড়। রথে সঙ্গী দেবতা মদনমোহন। দ্বারপাল (দারোয়ান) জয়া, বিজয়া। সঙ্গের নয় পার্শ্বদেবতা হলেন পঞ্চমুখী মহাবীর (হনুমান), হরিহর, মধুসূদন (বিষ্ণু), গিরিধারী (কৃষ্ণ),পান্ডু নৃসিংহ,চিতামণি কৃষ্ণ,নারায়ণ (বিষ্ণু), চাতরা ভাঙ্গা রাবণ (রাম), হনুমানের উপর উপবিষ্ট রাম।

বলভদ্রের রথের নাম তালধ্বজ (অপর নাম লাঙ্গলধ্বজ) - যার অর্থ শক্তিশালীছন্দের ধ্বনি । ৪৩.৩ ফুট উচ্চ এবং ৩৩ ফিটদৈর্ঘ্য,৩৩ ফিট প্রস্থ সম্পন্ন রথে থাকে ১৪টি চাকা,রথে ব্যবহৃত কাঠের টুকরোর মোট সংখ্যা ৭৬৩।রথের চারটি ঘোড়ার রংহয় কালো , এদের নাম যথাক্রমে তীব্র ,ঘোড়া ,দীর্ঘশর্মা এবং স্বর্ণনভা ।সারথিরনাম মাতলি। যে দড়িটি ধরে টানা হয় তার নাম বাসুকি নাগ।রথের আবরণের রঙ নীলাভ সবুজ।পতাকার নাম উন্নানি।রথের অভিভাবক বাসুদেব।রথে সঙ্গী দেবতা

রাশিয়াকে 'প্রাণঘাতী সহায়তা' দেবে না চীন, বললেন ব্লিঙ্কেন

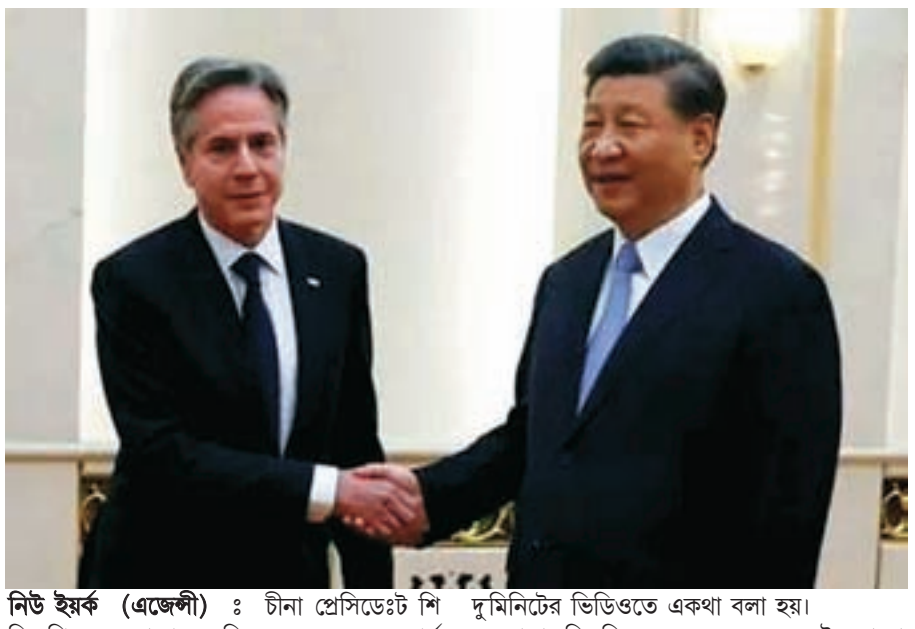

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ চীনা প্রেসিডেঃট শি জিনপিংএর সাথে বেজিংএ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধে রাশিয়াকে কোন 'প্রাণঘাতী সহায়তা' দেবে না চীন।

বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে মি. ব্লিঙ্কেন এ কথা বলে যোগ করেন যে চীনের এ অঙ্গীকারের কথা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বার বার জানানো হয়েছে, শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, অন্যান্য দেশকেও।

তবে মি. ব্লিঙ্কেন বলেন, চীনের কিছু প্রাইভেট কোম্পানির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন, যারা হয়তো কিছু সহায়তা দিচ্ছে যার উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ইউক্রেনে রুশ সামরিক সক্ষমতা বাড়ানো।

তিনি বলেন প্রেসিডেন্ট শি এবং চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ই - উভয়ের সাথেই তার কথোপকথন ছিল জোরালো - এবং তাতে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসী যুদ্ধ থেকে শুরু করে আমেরিকার ফেন্টানিল সংকট পর্যন্ত সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মি.ব্লিঙ্কেন বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং একে স্থিতিশীল রাখা দু দেশেরই দায়িত্ব।

মি. ব্লিঙ্কেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চীনকে অর্থনৈতিকভাবে বোতলবন্দী করতে চাইছে না। তার কথায় এরকম কিছু করাটা মার্কিন স্বার্থের অনুকুল নয়, এবং চীনের অর্থনৈতিক সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লাভ জনক।

কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যে 'বিশেষ কিছু প্রযুক্তি'কে অবশ্যই আগলে রাখতে হবে - বলেন তিনি।

তাইওয়ান প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের এক চীন নীতিকে পুর্নব্যক্ত করে মি. ব্লিঙ্কেন বলেন, সেই নীতিতে কোন পরিবর্তন হয়নি এবং যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে না।

তিনি বলেন উত্তর কোরিয়াতে যা ঘটছে তা নিয়েও প্রেসিডেন্ট শির সাথে তার কথা হয়েছে, এবং উত্তর কোরিয়া যে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ বন্ধ করা সহ দায়িত্বশীল আচরণ করে - তার ব্যাপারে বিশ্বের দেশগুলোর অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। মি. ব্লিঙ্কেন বলেন, শিনজিয়াং, তিব্বত ও হংকংএ চীনের মানবাধিকার লংঘন নিয়েও যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখা প্রয়োজন, একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা সংঘাতে পরিণত হোক এটা কাম্য নয়।

'অগ্রগতি হয়েছে' - বৈঠকের পর বললেন শি

এর আগে মি. শির পক্ষ থেকে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয় - চীনা পক্ষ তাদের অবস্থান পরিস্কার করেছে, এবং সুনির্দিষ্ট কিছু ইস্যুতে কিছু অগ্রগতি এবং মতৈক্য অর্জিত হয়েছে।

চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেয়া একটি বিবৃতিতেও একই কথা বলা হয়।

মি. শি বলেন, চীনা পক্ষের সাথে মি. ব্লিঙ্কেনের খোলামেলা এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং তিনি আশা করেন যে এ সফরের মধ্যে দিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'চীনযুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে' অবদান রাখতে পারবেন। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশ করা একটি দুমিনিটের ভিডিওতে একথা বলা হয়।

এ ছাড়া মি ব্লিঙ্কেনের সফরের সময়ই আরো জানানো হয়েছে যে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং আগামীতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবেন এবং দু দেশের মধ্যে বিমান চলাচল ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরো বাড়ানো হবে।

মি. ব্লিঙ্কেনের এই সফরটি ফেব্রুয়ারি মাসে হবার কথা ছিল - কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে সন্দেহজনক চীনা গুপ্তচর বেলুন গুলি করে ধ্বংস করার ঘটনার পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরটি স্থগিত করা হয়।

এ ঘটনাটি ছাড়াও, বাণিজ্যবিষয়ক সংঘাত, মানবাধিকার ও তাইওয়ান ইস্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা - এমন অনেকগুলো কারণে গত কিছুকালের মধ্যে চীনমার্কিন সম্পর্কের অব্যাহত অবনতি হচ্ছিল।

চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ই আজও বলেছেন যে চীনমার্কিন সম্পর্ক খারাপ হবার মূল কারণ হচ্ছে তার দেশ সম্পর্কে আমেরিকার ভুল ধারণা।

এ প্রেক্ষাপটে মি. ব্লিঙ্কেনের এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছিল এবং এর দিকে সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

মি. ব্লিঙ্কেন স্বীকার করেন যে এ সম্পর্কে অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছিল। তবে তিনি বলেন এ সফরের ফলে দু দেশের যোগাযোগ জোরদার হবে।

এর আগে চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ইয়ের সাথে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক ঘণ্টা বেশি স্থায়ী হয়।

মি. ব্লিঙ্কেন বলেন, তাইওয়ান প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের এক চীন নীতিতে কোন পরিবর্তন হয়নি এবং যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে না।

তবে তাইওয়ান প্রণালীতে চীনের উস্কানিমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট শির সাথে বৈঠকে এ বিষয়টি তিনি তুলেছেন।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ওয়াং ই মি. ব্লিঙ্কেনকে বলেছেন, তাইওয়ান নিয়ে 'সমঝোতার কোন সুযোগ নেই'।

তিনি আরো দাবি করেন যেন আমেরিকা চীনের উপর থেকে একতরফা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

সেই সাথে আমেরিকা যাতে চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ওপর 'দমন চেষ্টা' বন্ধ করে এবং চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে, সে আহ্বান জানান ওয়াং ই।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের অবাধ চ্যানেল চালুর মাধ্যমে 'দায়িত্বশীল প্রতিযোগিতা বজায়' রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, যাতে প্রতিযোগিতা সংঘাতে পরিণত না হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মি. ব্লিঙ্কেন জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমেরিকার স্বার্থ এবং মূল্যবোধের পক্ষে তিনি কূটনীতি চালিয়ে যাবেন।এছাড়া যৌথ উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা করেন তারা।